ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড
এবং
ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা

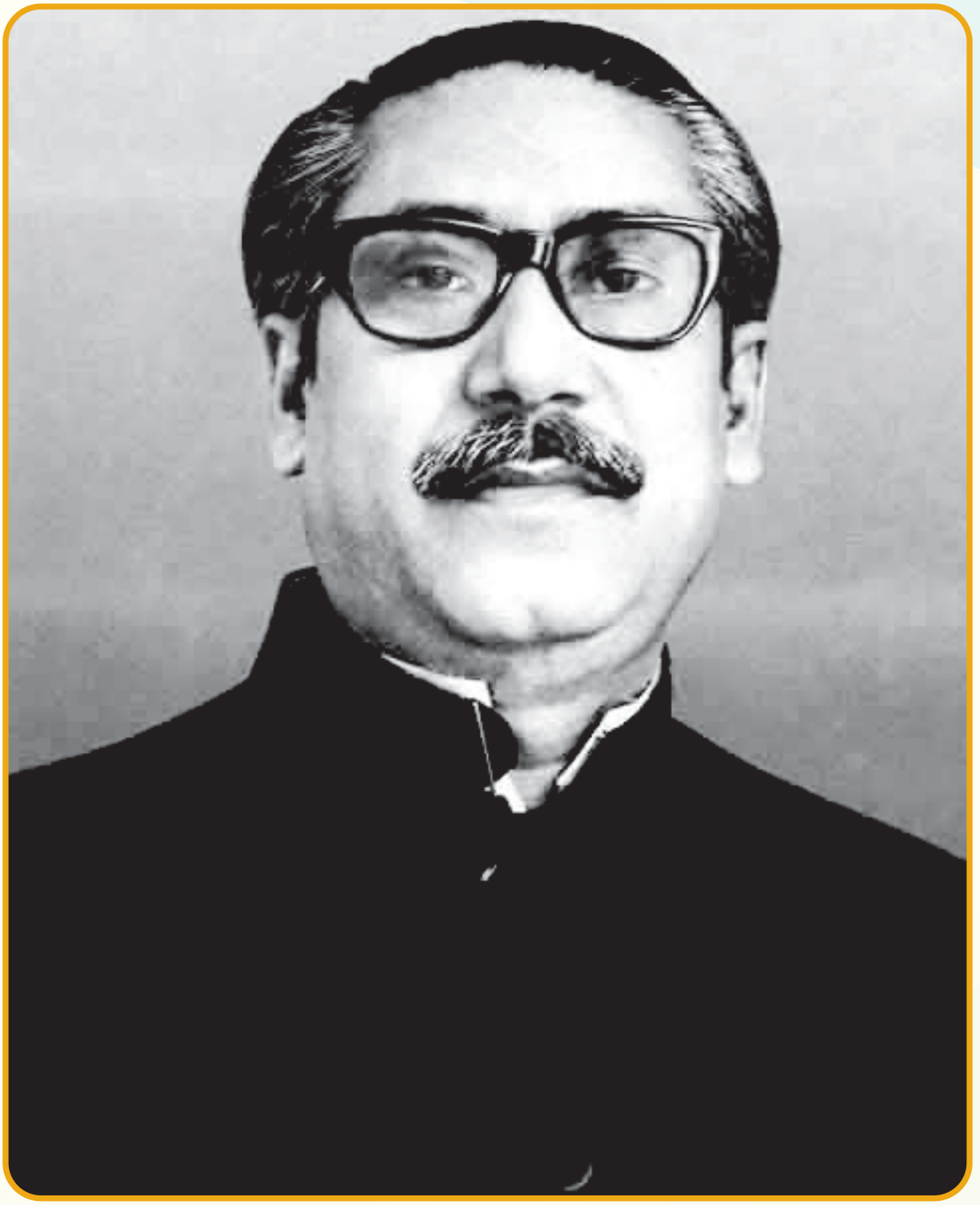

‘যতকাল রবে পদ্মা, যমুনা
গৌরী, মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে গত ২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে হোটেল রুপসী বাংলা, ঢাকায় উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বহুপক্ষীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন** ও শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য **ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড** প্রবর্তনের ঘোষণা প্রদান করেন।

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম. পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) আয়োজিত "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯" প্রদান করতে পেরে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইল।

এনপিও শুরু থেকেই সরকারি-বেসরকারি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে, শিল্প-কারখানায় অনুকূল কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি, উৎপাদিত পণ্য ও সেবার উৎকর্ষ সাধন এবং উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে মালিক, শ্রমিক, কর্মচারি সহ সকলের আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে এ প্রতিষ্ঠান সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও এনপিও'র একটি সৃজনশীল উদ্যোগ। এ মাধ্যমে শিল্প ও সেবাখাতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি তৈরি হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এনে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে আগ্রহী হবে। এর মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতি টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

২০১৯ সালের জন্য ০৫টি ক্যাটাগরিতে ৩১টি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান এবং উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে বেগবান করার স্বীকৃতি স্বরূপ ০২টি ট্রেডবডি ও এসোসিয়েশনকে ২য় বারের মত ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯" প্রদান করা হচ্ছে। আমি আশা করি, অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে দেশের অন্যান্য শিল্প কারখানার জন্য "রোল মডেল" হিসেবে বিবেচিত হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও গুনগত পরিবর্তনের ধারা জোরদার হবে। আমি এক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখতে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই।

আমি ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম. পি)

কামাল আহমেদ মজুমদার, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে ৭ম বারের মত "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইনষ্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯" প্রদান করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বর্তমানে শিল্প বান্ধব সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে একটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করেছে। টেকসই শিল্পায়নে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদানসহ শিল্পখাতে শ্রমশক্তি নিযুক্তির হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০'র চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে এনপিও বিভিন্ন খাত, উপখাত এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই ও শিল্প এবং সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির স্বীকৃতিস্বরূপ "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইনষ্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯" প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইনষ্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯" প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব, পরিকল্পনা কৌশল, বাজার ব্যবস্থা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। শিল্প প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব, পরিকল্পনা কৌশল, ব্যবস্থা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে । শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে আধুনিক কলাকৌশলের সঠিক চর্চায় উৎসাহিত করতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইনষ্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯" উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ এবং ইনষ্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯" বিজয়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি এবং এ মহতি উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(কামাল আহমেদ মজুমদার, এম.পি)

কে এম আলী আজম

সচিব

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা।

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক ৭ম বারের মত **"ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯"** প্রদান অনুষ্ঠানে আড়ম্বরের সাথে পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে শিল্পের প্রচার ও প্রসার এবং ভোক্তাদের সাথে সমন্বয় রাখতে উৎপাদনশীলতা একটি অপরিহার্য নিয়ামক। টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির তাগিদ দিয়ে আসছেন। তিনি সবাইকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আন্দোলনে সামিল হবার আহবানসহ জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জনসচেতনতা বাড়াতে শিল্প ও সেবাখাতে বিশেষ অবদানের জন্য "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড" প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেন। এর আলোকে এনপিও প্রতিবছর ০৬টি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান এবং সেরা উদ্যোক্তাদের "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করে আসছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতি বছর এরূপ **অ্যাওয়ার্ড** প্রদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির, ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ট্রেডবডি ও এসোসিয়েশনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও এসোসিয়েশনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ।

(কে এম আলী আজম)

নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়

বাণী

নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে টেকসই উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতা এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য নিয়ামক। এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করে। এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে এনপিও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান ও উৎপাদনশীলতায় অবদানের জন্য স্বীকৃতি স্বরূপ "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড"প্রদান করে থাকে।

২০১৯ সালের জন্য ০৫টি ক্যাটাগরিতে ৩১ টি প্রতিষ্ঠান ও ০২ টি ট্রেডবডিকে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইনষ্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯" প্রদান করা হচ্ছে। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে দেশের অন্যান্য শিল্প কারখানার জন্য রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হবে। এ সব প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও গুণগত পরিবর্তনের ধারা জোরদার হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্মরণিকা প্রকাশনার কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আমি এনপিও'র প্রাথমিক যাচাই কমিটির সদস্য সচিব, সকল সদস্য ও এ সৃজনশীল প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এর পটভূমি

জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পায়নের যেমন কোন বিকল্প নেই একইভাবে শিল্প বিকাশ নিশ্চিত করতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার একমাত্র পথ অর্থনীতির প্রতিটি খাতের কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি বাস্তবতা যার গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান বিশ্বে সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমকে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আইটি সমৃদ্ধ শিল্পায়নের নতুন ধারা চলছে। সবুজ প্রযুক্তিনির্ভর এ শিল্পায়নকে তৃতীয় শিল্প বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে শিল্প সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১১ সালে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন সংক্রান্ত ঘোষণা এ শিল্প বিপ্লবেরই প্রতিচ্ছবি। সবুজ শিল্প বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানির ব্যবহার করে শিল্প কারখানায় প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। এ শিল্পায়ন চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন। শিল্প বিকাশের জন্য যেমন নতুন নতুন শিল্প কারখানা সৃষ্টির প্রয়োজন তেমনি এ সকল কারখানায় দক্ষতা ও পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও একান্তভাবে অপরিহার্য।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)'র এর উদ্যোগে গত ২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে হোটেল রুপসী বাংলা, ঢাকায় উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বহুপক্ষীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন ও দেশের শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি এবং মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা উৎপাদনের লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পোদ্যোক্তা এবং শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তনের ঘোষণা প্রদান করেন। তাছাড়াও তিনি প্রতি বছর ২ অক্টোবরকে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ০৫টি ক্যাটাগরির বিভিন্ন উপখাতে মোট ৩১টি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করছে।

বাংলাদেশের উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে বেগবানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন ট্রেডবডি ও ব্যবসায়িক সংগঠন এবং এসোসিয়েশন কে এনপিও কর্তৃক ২০১৮ সাল হতে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করা হচ্ছে। এ বছরও ০২ টি ট্রেডবডিকে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করছে।

মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম
সদস্য সচিব
এনপিও এর প্রাথমিক যাচাই কমিটি
এবং
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা এনপিও

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	খাত ও উপখাত	শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম	পৃষ্ঠা নং
		বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি	
০১	ইস্পাত ও প্রকৌশল	বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড	০১-০২
০২	ইস্পাত ও প্রকৌশল	আরএফএল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড	০৩-০৪
০৩	ইস্পাত ও প্রকৌশল	রংপুর মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	০৫-০৬
০৪	খাদ্য শিল্প	ইস্পাহানি টি লিমিটেড	০৭-০৮
০৫	খাদ্য শিল্প	নাটোর এগ্রো লিমিটেড	০৯-১০
০৬	টেক্সটাইল ও আর এম জি	প্লামি ফ্যাশনস্ লিঃ	১১-১২
০৭	টেক্সটাইল ও আর এম জি	ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড	১৩-১৪
০৮	টেক্সটাইল ও আর এম জি	জেনেসিস ওয়াসিং লিমিটেড	১৫-১৬
০৯	প্লাষ্টিক শিল্প	আর এফ এল প্লাস্টিকস্ লিমিটেড	১৭-১৮
১০	প্লাষ্টিক শিল্প	ডিউরেবল প্লাস্টিক লিমিটেড	১৯-২০
১১	পাট শিল্প	আকিজ জুট মিলস লিঃ	২১-২২
১২	পাট শিল্প	আইয়ান জুট মিলস লিঃ	২৩-২৪
১৩	সেবা শিল্প	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	২৫-২৬
১৪	সেবা শিল্প	সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	২৭-২৮
১৫	আইটি শিল্প	ব্রেইন ষ্টেশন ২৩ লিমিটেড	২৯-৩০
১৬	ফার্নিচার শিল্প	হাতিল কমপ্লেক্স লিঃ	৩১-৩২
		মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি	
১৭	ইস্পাত ও প্রকৌশল	গেট ওয়েল লিমিটেড	৩৫-৩৬
১৮	খাদ্য শিল্প	নর্দান ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড	৩৭-৩৮
১৯	খাদ্য শিল্প	রোমানিয়া ফুড এ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড	৩৯-৪০
২০	টেক্সটাইল ও আর এম জি	কনসেপ্ট নীটিং লিমিটেড	৪১-৪২
২১	প্লাষ্টিক শিল্প	বঙ্গ প্লাষ্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	৪৩-৪৪
২২	অন্যান্য	প্যাকম্যাট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	৪৫-৪৬
২৩	অন্যান্য	বসুমতি ডিষ্ট্রিবিউশন লিঃ	৪৭-৪৮
২৪	অন্যান্য	কিউ এন এস শিপিং লজিস্টিকস লিঃ	৪৯-৫০
		ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি	
২৫	ক্ষুদ্র শিল্প	এস আর হ্যান্ডিক্রাফটস	৫৩-৫৪
২৬	ক্ষুদ্র শিল্প	রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড	৫৫-৫৬
		মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি	
২৭	মাইক্রো শিল্প	মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ	৫৯-৬০
২৮	মাইক্রো শিল্প	জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং	৬১-৬২
		ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি	
২৯	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	গাজী ওয়্যারস্ লিমিটেড	৬৫-৬৬
৩০	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	কেরু এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটে	৬৭-৬৮
৩১	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউ	৬৯-৭০
৩২	ট্রেডবডি ও এসোসিয়েশন	বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	৭৩-৭৪
৩৩	ট্রেডবডি ও এসোসিয়েশন	ঢাকা চেম্বার আব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	৭৫-৭৬
৩৪	বিভিন্ন সালে প্রদত্ত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও ইন্সটিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড		৭৭-৮২
৩৫	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এর জুরি বোর্ড, মূল্যায়ন কমিটি ও প্রাথমিক যাচাই কমিটি		৮৩

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯

বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড

বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (ইস্পাত ও প্রকৌশল)
প্রথম পুরস্কার

বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আরএফএল ১৯৮০ সালে কাস্ট আয়রন (সিআই) পণ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এর প্রাথমিক মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের সেচ যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আরএফএল ১৯৯৬ সালে ইউপিভিসি ক্যাটাগরিতে এবং ২০০৩ সালে প্লাষ্টিক সেক্টরে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ দেশে কাষ্ট আয়রন, ইউপিভিসি ও প্লাষ্টিক অঙ্গনে সফল পথপ্রদর্শক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড। **BANGA BUILDING MATERIALS LIMITED.**
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ঃ কারখানা ঠিকানা : হবিগঞ্জ ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল পার্ক, অলিপুর শাহজীবাজার, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ। হেড অফিস : প্রাণ-আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
স্বত্বাধিকারীর নাম	ঃ আহসান খান চৌধুরী।
চেয়ারম্যান	ঃ রথীন্দ্র নাথ পাল।
প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন	ঃ দারিদ্র ও ক্ষুধা জীবনের অভিশাপ তাই লাভজনক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি করা প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য।
প্রতিষ্ঠার বছর	ঃ ১৮ এপ্রিল ২০০৭ ইং।
বাণিজ্যিক উৎপাদন	ঃ মার্চ ২০০৮ ইং।
প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ঃ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।
প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	ঃ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান।
উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	ঃ পিভিসি বাথরুম ফিটিংস, পিভিসি ডোর, উইনড্রো প্রফাইল, ইলেট্রিক হোজ পাইপ এবং বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস পণ্য।
মোট জনবল	ঃ দুইহাজার সাতশত বিশ।
মোট উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ ছোষট্টি হাজার মেট্রিক টন প্রতি বছর (প্রায়)।
মার্কেট	ঃ স্থানীয় বিক্রয় ও রপ্তানি।
বাষিক রপ্তানির পরিমান	ঃ ২,০০৮ লক্ষ টাকার অধিক
রপ্তানিকৃত দেশ	ঃ এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের ৬০ টি দেশে আরএফএল প্লাষ্টিকস লিমিটেডের পণ্য এবং বিশ্বের প্রায় ১৪০ টি দেশে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ এর পণ্য রপ্তানি হয়।
বিভিন্ন অর্জন ও পুরস্কার	ঃ আরএফএল প্লাস্টিক ব্র্যান্ড ফোরাম বাংলাদেশ পরপর নবম বারের মতো বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্লাষ্টিক সামগ্রী ব্র্যান্ড হিসেবে শ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড পুরস্কার পেয়েছে।
সনদ	ঃ আইএসও সনদ প্রাপ্ত

আরএফএল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড

আরএফএল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (ইস্পাত ও প্রকৌশল)
দ্বিতীয় পুরস্কার

আরএফএল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আরএফএল ১৯৮০ সালে কাস্ট আয়রন (সিআই) পণ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এর প্রাথমিক মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের সেচ যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আরএফএল ১৯৯৬ সালে ইউপিভিসি ক্যাটাগরিতে এবং ২০০৩ সালে প্লাষ্টিক সেক্টরে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ দেশে কাষ্ট আয়রন, ইউপিভিসি ও প্লাষ্টিক অঙ্গনে সফল পথপ্রদর্শক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ আরএফএল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড। **RFL ELECTRONICS LIMITED.**
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ঃ কারখানা ঠিকানা : ডাঙ্গা ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল পার্ক, কাজিরচর, ডাঙ্গা পলাশ, নরসিংদী। হেড অফিস : প্রাণ-আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
স্বত্বাধিকারীর নাম	ঃ আহসান খান চৌধুরী।
চেয়ারম্যান	ঃ রথীন্দ্র নাথ পাল।
প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন	ঃ দারিদ্র ও ক্ষুধা জীবনের অভিশাপ তাই লাভজনক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি করা প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য।
প্রতিষ্ঠার বছর	ঃ ২৭ আগষ্ট ২০১৫ ইং।
বাণিজ্যিক উৎপাদন	ঃ ডিসেম্বর ২০১৫ ইং।
প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ঃ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।
প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	ঃ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান।
উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	ঃ রেফ্রিজারেটর, টিভি, এয়ার-কন্ডিশন ও ইলেট্রিক হোম এপারেলস।
মোট জনবল	ঃ আট শত চার।
মোট উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ ছয় শত মেট্রিক টন প্রতি বছর (প্রায়)।
মার্কেট	ঃ স্থানীয় বিক্রয়
বিভিন্ন অর্জন ও পুরস্কার	ঃ আরএফএল প্লাস্টিক ব্র্যান্ড ফোরাম বাংলাদেশ পরপর নবম বারের মতো বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্লাষ্টিক সামগ্রী ব্র্যান্ড হিসেবে শ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড পুরস্কার পেয়েছে।
সনদ	ঃ আইএসও সনদ প্রাপ্ত

রংপুর মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

RANGPUR METAL INDUSTRIES LTD

রংপুর মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (ইস্পাত ও প্রকৌশল)
তৃতীয় পুরস্কার

রংপুর মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আরএফএল ১৯৮০ সালে কাস্ট আয়রন (সিআই) পণ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এর প্রাথমিক মূল উদ্দেশ ছিল গ্রামীণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের সেচ যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আরএফএল ১৯৯৬ সালে ইউপিভিসি ক্যাটাগরিতে এবং ২০০৩ সালে প্লাষ্টিক সেক্টরে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ দেশে কাষ্ট আয়রন ইউপিভিসি ও প্লাস্টিক অঙ্গনে সফল পথপ্রদর্শক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ রংপুর মেটাল ইন্ডাষ্টিজ লিমিটেড। **RANGPUR METAL INDUSTRIES LIMITED.**
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ঃ কারখানার ঠিকানা : মুড়াপাড়া, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ। হেড অফিস : প্রাণ-আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা - ১২১২।
স্বত্বাধিকারীর নাম	ঃ আহসান খান চৌধুরী।
চেয়ারম্যান	ঃ রথীন্দ্র নাথ পাল।
প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন	ঃ দারিদ্র ও ক্ষুধা জীবনের অভিশাপ তাই লাভজনক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক মানুষের মর্যাদা ও আত্নসম্মান বৃদ্ধি করা প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য।
প্রতিষ্ঠার বছর	ঃ ০৩ মার্চ ২০০৮ ইং।
বাণিজ্যিক উৎপাদন	ঃ ৩০ জুন ২০১৪ইং।
প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ঃ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।
প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	ঃ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান।
উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	ঃ গ্যাস ষ্টোভ, কিচেন সিংক, ওয়াটার পাম্প, বিয়ারিং, ট্যাফলন টেপ, ওয়েটিং স্কেল, ক্যাবল, এম্এস ও জিআই পাইপ, ফার্নিচার, ইলেকট্রিক মটর, বাইসাইকেল এবং বাইসাইকেলের স্পেয়ার।
মোট জনবল	ঃ তিন হাজার নয় শত চার।
মোট উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ ছেষট্টি হাজার মেট্রিক টন প্রতি বছর (প্রায়)।
মার্কেট	ঃ স্থানীয় বিক্রয় ও রপ্তানি।
বার্ষিক রপ্তানির পরিমান	ঃ ৮,২২৬ লক্ষ টাকার অধিক।
রাপ্তানিকৃত দেশ	ঃ এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের ৬০ টি দেশে আরএফএল প্লাষ্টিকস লিমেটেডের পণ্য এবং বিশ্বের প্রায় ১৪০টি দেশে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ এর পণ্য রপ্তানি হয়
বিভিন্ন অর্জন ও পুরস্কার	ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিস লিঃ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজৌ অসাধারণসাফল্যের স্বীকৃতিস্বরুপ বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।
সনদ	ঃ আইএসও সনদ প্রাপ্ত

RANGPUR METAL INDUSTRIES LTD

ইস্পাহানি টি লিমিটেড

ISPAHANI

ইস্পাহানি টি লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (খাদ্য)
প্রথম পুরস্কার

বাংলাদেশে সবচেয়ে পুরনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং একই সঙ্গে উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরানো প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হলো ইস্পাহানি গ্রুপ। ইস্পাহানি গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানি টি লিমিটেড যা দেশে এককভাবে সর্ববৃহৎ চা বিপনণ কোম্পানি। বর্তমানে ইস্পাহানি টি লিমিটেডের ২ টি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত কারখানা রয়েছে, একটি পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম ও অপরটি রাজাপুর, শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত। মির্জ্জা সালমান ইস্পাহানি (সিআইপি), ইস্পাহানি গ্রুপের চেয়ারম্যান যার সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতে অবদান বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সৃজনশীল পণ্য উৎপাদন করে যাচ্ছে। তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন, যেমন পরিচালক- চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান- টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ টি এসোসিয়েশন, বোর্ড অব ট্রাষ্টি-দি ডিউক অব এডেনবার্গ'স অ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট- চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও ইন্টারন্যাশনাল কটন এসোসিয়েশন (আইসিএ) এবং প্রাক্তন পরিচালক-বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

চা বিপনণে অগ্রদূত হিসাবে স্বীকৃত ইস্পাহানি টি লিমিটেড সর্বপ্রথম বাংলাদেশে লেমিনেটেড পাউচ, ডাবল চেম্বার টি ব্যাগ, স্ট্যান্ডআপ পাউচ, ফুড গ্রেড জার, তিনস্তর বিশিষ্ট পাউচ, ১০ গ্রামের ইজি প্যাক ও ব্যাগ ইন ব্যাগ টি ব্যাগ প্রবর্তন করেছে। ইস্পাহানি টি বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কর্মীর মাধ্যমে বাছাইকরা সেরা মানের চা নির্বাচন করে প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করে, যা তার মানের জন্য দেশে ও বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত ও ভোক্তা সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্ট লিফ, ইস্পাহানি মির্জাপুর ডাবল চেম্বার টি ব্যাগ, ব্লেন্ডার্স চয়েস এবং জেরিন ব্র্যান্ডগুলো হচ্ছে বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ঘরেঘরে অত্যন্ত পরিচিত এক নাম।

ইস্পাহানি টি লিমিটেড আই এস ও ৯০০১: ২০১৫ সনদধারী প্রতিষ্ঠান। এর কারখানায় অনুসরণ করা হয় এক চমৎকার মিশ্রণ ব্যবস্থা, যেখানে চা মিশ্রিত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্ন হয় সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। চা পরিমাপ ও মাননিয়ন্ত্রন এবং প্যাকেটজাতকরণে ব্যবহার করা হয় সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি। দেশের শ্রেষ্ঠ চা উৎপাদন নিশ্চিত করতে কারখানায় ব্যবহার করা হয় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ইউরোপিয়ান মেশিন। দেশের বৃহত্তম চা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইস্পাহানি টি লিমিটেড ব্র্যান্ডেড প্যাকেটজাত চা বাজারের ৫০% এবং ব্র্যান্ডেড টি ব্যাগ বাজারের ৮০% শেয়ার নিয়ন্ত্রনে রেখেছে। এর রয়েছে দেশব্যাপী এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিতরণ ব্যবস্থা। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম কতৃক প্রদত্ত হট বেভারেজ বিভাগে ইস্পাহানি মির্জাপুর চা ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে সেরা ব্র্যান্ডের পুরস্কার অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে সব বিভাগে সামগ্রিকভাবে ইস্পাহানি মির্জাপুর চা বাংলাদেশের সেরা ব্র্যান্ডের পুরস্কার অর্জন করেছে। কান্তার ওয়ার্ল্ড প্যানেল এর জরিপে ইস্পাহানি মির্জাপুর চা ২০১৭ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশের সর্বজনপ্রিয় পানীয় ব্র্যান্ড হিসেবে নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ টি এক্সপো ২০১৮ তে ইস্পাহানি ব্লেন্ডার্স চয়েস প্রিমিয়াম ব্যাগ ইন ব্যাগ টি ব্যাগস সবচেয়ে দৃষ্টি নন্দন মোড়কের পুরস্কার অর্জন করে।

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলাদের মাতৃকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হয়। কর্মকালীন সময়ে কর্মজীবী মায়েদের ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য শিশুপরিচর্যা কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে। পুরুষ ও মহিলাকর্মীদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার আছে। প্রতিষ্ঠানে ক্যান্টিন রয়েছে এবং ক্যান্টিনে শ্রমিকদের স্বল্প মূল্যে খাবার সরবরাহ করা হয়। শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য নাম মাত্র ভাড়ায় বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের সন্তানদের প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠানের খরচে পড়া- লেখার ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য কোম্পানী প্রদত্ত গ্রুপ জীবন বীমা প্রকল্প চালু আছে। ভবিষ্যত তহবিল ও গ্র্যাচুইটি সহ কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়। দক্ষ রেজিস্টার্ড চিকিৎসক এবং নার্স এর মাধ্যমে মেডিক্যাল চেকআপ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য কানের পাগ, টুপি, মাস্ক, চোখের নিরাপত্তায় চশমা, হাতের দস্তানা ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত তৎপর। এ লক্ষ্যে শব্দ দূষণ রোধে শব্দের তীব্রতা সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়, ধূলা সংগ্রহকারী যন্ত্র এবং বায়ুসংক্ষেপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যাতে তা বাতাসে ছড়িয়ে না পড়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় জীবাণু বিয়োজ্য মোড়ক ব্যবহারের প্রক্রিয়া পরিকল্পনাধীন।

প্রতিষ্ঠানের পণ্য উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য আধুনিক মেশিন ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। বাইরের ময়লা ও জীবাণু হতে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত রাখতে কর্মীদের হাত ও পায়ের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণে হাইজিন মেশিন ব্যবহার করা হয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পাশাপাশি কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের জন্য বাজার থেকে বিদ্যমান পণ্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ক্রেতার চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বিদ্যমান পণ্যের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নতুন পণ্য বাজারে আনার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিযোগীতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকার জন্য বাজার থেকে ক্রেতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ক্রেতার চাহিদা অনুসারে পণ্য সরবরাহ করা হয়।

ক্রীড়াঙ্গন, শিক্ষাঙ্গন ও স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানটির সরব উপস্থিতি ও বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে ব্যবসা বাণিজ্যের পর আজ ও ইস্পাহানি গ্রুপ উচ্চ মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা প্রদানে নিবেদিত এবং বিশাল জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ISPAHANI

নাটোর এগ্রো লিমিটেড

নাটোর এগ্রো লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (খাদ্য)
দ্বিতীয় পুরস্কার

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কৃষিজাতপণ্য প্রস্তুতকারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান প্রাণ আরএফএল এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নাটোর এগ্রো লিমিটেড, এই সুনাম ধন্য প্রতিষ্ঠানটির শুভ সূচনা হয় ২রা জুন ২০১১ ইং সালে এই প্রতিষ্ঠানটি ১৬ একর জমির উপর অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠানটির শুরু থেকেই দক্ষ জনবল দিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি পূর্বক দারিদ্র্য ক্ষুধা ও বেকারত্ব বিমোচন করা, উক্ত প্রতিষ্ঠানটি দেশের কোটি মানুষের খাদ্য পণ্যের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের প্রায় ১৪১টি দেশে রপ্তানি করে আসছে। বর্তমান ভোক্তার চাহিদার দিকে লক্ষ্য করে আম, পেয়ারা, সরিষা, আনারস, কলা ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যাদি স্থানীয় কৃষকদের কাছে থেকে সংগ্রহ করে থাকে যা উৎকৃষ্ঠ মান সম্পন্ন পণ্য তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। যেমন সৌরশক্তির ব্যবহার, জৈব বর্জ্যের সঠিক ব্যবহার করে সার প্রস্তুত করা হচ্ছে, এছাড়াও পলিথিন, প্লাষ্টিক ও ইলেকট্রনিক্স বর্জ্য রিসাইক্লেলিং এর মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাপনাসহ, মেডিকেল মাতৃত্বকালীন ছুটি, চাইল্ড কেয়ার সেন্টার ও অনান্য সকল সুবিধাদি বিদ্যমান

প্লামি ফ্যাশনস্ লিঃ

প্লামি ফ্যাশনস্ লিঃ

বৃহৎ শিল্প (টেক্সটাইল ও আর এম জি শিল্প)
প্রথম পুরস্কার

আজকের বিশ্ব অর্থনীতিতে পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই ব্যবসায়িক পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ভূমিকা পালন করে। পরিবেশ রক্ষায় প্লামি ফ্যাশন্স লিমিটেড বদ্ধ পরিকর। প্লামি ফ্যাশন্স লিঃ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা USGBC (United states green building council) কর্তৃক LEED Platinum সনদপ্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমূখী গার্মেন্টস্ শিল্প প্রতিষ্ঠান যা সমগ্র বিশ্বে সর্বোচ্চ ৯২ নম্বর প্রাপ্ত একমাত্র নীটওয়্যার ফ্যাক্টরী। এই কারখানা বাংলাদেশে টেকসই ও জবাবদিহিমূলক ব্যবসায়িক অনুশীলনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং গ্রাহকদের সকল সুযোগ-সুবিধার অনুসরণ করে ব্যবসায়িক মডেল প্রতিষ্ঠা করে। প্লামি ফ্যাশন্স লিমিটেড সকল শ্রমিকদের সুবিধার জন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। শ্রমিকদের জন্য করেছে সুন্দর কাজের পরিবেশ। শ্রমিকদের জন্য নানা সময় নানা ধরনের পরিবেশ সচেতনা মূলক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। কারখানার প্রত্যেকটি বিল্ডিং নির্দিষ্ট জায়গা বজায় রেখে তৈরি করা হয়েছে যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অগ্নিকান্ড ঘটলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিক কর্মচারীরা নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারে। কারখানায় শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রয়েছে ১টি মেডিকেল, যেখানে সার্বক্ষণিক ডাক্তার এবং সেবিকা নিয়োজিত থাকে যেখানে শ্রমিক কর্মচারীদের সকল স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।

এই কারখানা ঢাকা শহর প্রাণকেন্দ্র থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত। এই কারখানা মোট ০৮ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যার মধ্যে ৫০% এর বেশি খালি রাখা হয়েছে এই প্রকল্পে রয়েছে পরিকল্পিত ভবন, দৃষ্টি নন্দন বাগান এছাড়া রয়েছে বৃষ্টির ও ভূ-উপরিস্থ পানির উভয় পূনঃ ব্যবহার প্রাকৃতিক পানির ব্যবস্থাপনা পুনরায় রি সাইক্লিং সিস্টেম। কারখানা প্রাঙ্গনে অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি ছোট লেক যাতে করে পরিবেশের ইকোসিস্টেম বজায় থাকে আরও রয়েছে সুন্দর একটি ক্যান্টিন যা পরিবেশ বান্ধব।

এই কারখানা সৌর শক্তি প্ল্যান্ট নির্মাণ করেছে এবং কারখানার আলোর জন্য প্রাকৃতিক সূর্যালোক আর্ট স্কাই লাইট ব্যবস্থায় কাজে লাগানো হয়েছে। সুপ্রস্থ ট্রেনিং সেন্টার, চাইল্ড কেয়ার রুম, কার পার্কিং এলাকা, শাওয়ার রুমসহ এখানে রয়েছে জীবন মান উন্নয়নের সর্বাধুনিক সুবিধাসমূহ। এখানে রয়েছে শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষিত কাজের পরিবেশ। সবুজের সমারোহে স্থাপিত এই ফ্যাক্টরী আজ তাই অর্জন করেছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গ্রীন ও পরিবেশ বান্ধব ফ্যাক্টরীর গৌরব। প্লামি ফ্যাশন্স লিঃ এর অর্জন সমূহের মধ্যে ২০১৬ সালের জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৯ সালে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় জাতীয় পুরস্কার এবং ২০২০ সালে ESSAB সেইফটি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

PLUMMY
FASHIONS LIMITED
SIMPLY GREEN

ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড

PACIFIC JEANS

ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (টেক্সটাইল ও আর এম জি শিল্প)
দ্বিতীয় পুরস্কার

ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড একটি আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি সম্বলিত বিশ্বমানের প্রিমিয়াম জিন্স এবং সকল ধরনের নৈমিত্তিক পোশাক প্রস্তুতকারী শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান। চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) ২০০৮ সালে প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১০,০০০ এর অধিক এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,০০,০০০ ডজন পোশাক। জাতীয় রপ্তানি অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠানটি অসাধারন সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরুপ বিগত ২০১০-২০১১ অর্থবছরে রৌপ্য, এবং ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি 'স্বর্ণ' অর্জন করেছে। টেকসই প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে রপ্তানির পরিমান দাঁড়ায় ১৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার ৩.৯৬ শতাংশ।

ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি এবং সবুজ কর্ম পরিবেশের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন এবং সংবেদনশীল। প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সমুহ হল - ইটিপি স্থাপন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সোলার প্যানেল, হিট রিকভারী বয়লার স্থাপন, বৃক্ষ রোপন, দিনের আলোর ব্যবহার ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানটি গ্রীণ বিল্ডিং রেটিং সার্টিফিকেশনের আওতায় LEED (GOLD) সার্টিফিকেট প্রাপ্ত যা পৃথিবীব্যাপি সমাদৃত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত কমপ্লায়েন্স সংস্থা সমুহ কর্তৃক নিয়মিত নীরিক্ষা কার্যক্রমও সম্পাদন করা হয়, উল্লেখযোগ্য সংস্থা সমুহ হল- Accord/RCS, Alliance, BSCI, SEDEX, C&A Supplier Ownership Program, ISO 9001:2015, GOTS, OCS, RCS, GRS, BCI, SCAN, Higg FEM, Higg FSLM ইত্যাদি। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনশীলতা অর্জনের নিমিত্তে কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে নিয়মিতভাবে ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, উদ্দীপনা এবং প্রেষনামূলক উদ্যোগ গ্রহন, সৃজনশীল কর্ম উদ্যোগের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রার পথে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ সমুহ হল নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহন, ডরমিটরির ব্যবস্থা, কমপ্লায়েন্ট ডে-কেয়ার, মেডিক্যাল সেন্টার, আই কেয়ার সেন্টার, দক্ষ কর্ম মূল্যায়ন পদ্ধতি, যুগোপযোগী মজুরী কাঠামো এবং অন্যান্য নগদী ও অনগদী সুবিধা ইত্যাদি। উৎপাদনশীলতা এবং গুনগতমানের অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে যাওয়া প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্য প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দরিদ্র এবং ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নিয়মিত ভাবে সমাজ কল্যাণেও দায়িত্ব পালন করছে।

ভিশন: আমরা বিশ্বমানের সর্ব প্রকার পোশাক তৈরীর প্রতিষ্ঠান হতে চাই।
মিশন: ২০২৮ সালের মধ্যে ব্যবসা এক বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে প্রতিষ্ঠানটি বদ্ধ পরিকর।

মূল্যবোধ সমুহ:

- উদ্ভাবন,
- গতিশীলতা,
- গুনগতমান,
- নৈতিকতা,
- স্থায়ীত্বশীলতা।

PACIFIC JEANS

জেনেসিস ওয়াসিং লিমিটেড

জেনেসিস ওয়াশিং লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (টেক্সটাইল ও আর এম জি)
তৃতীয় পুরস্কার

জেনেসিস ওয়াশিং লিমিটেড তৈরী পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থসামাজিক এবং ব্যক্তিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে চলেছে যা রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের চলমান গতিধারাকে আরো তরান্বিত করছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেনেসিস ওয়াশিং লিমিটেড এর উল্লেখযোগ্য অবদান সমূহ নিম্নেরুপ:

শিল্পের উন্নয়ন ঃ

গার্মেন্টস শিল্পের ক্রমবিকাশ এবং বিশ্বব্যাপী বাজার সম্প্রসারনে জেনেসিস ওয়াশিং লিমিটেড এর নিরন্তর প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে বিশ্বব্যাপী উন্নতমান এবং সর্ব্বোচ খ্যাতি সম্পন্ন ফ্যাশন ব্র্যান্ড জি-স্টার ও ডিজেল বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ হওয়ায় এদেশে তৈরী পোশাক শিল্পের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারনে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। তৈরী পোশাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিকতা, ক্রেতার চাহিদা এবং গুনগত মান রক্ষার স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রনালয় কর্তৃক জেনেসিস ওয়াশিং লিমিটেড এর একটি সহপ্রতিষ্ঠান জেনেসিস ফ্যাশন্স লিমিটেড, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভি এ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ অর্জন করে। কারখানার ভবন নির্মাণে কার্যকরভাবে পরিবেশগত সুরক্ষায় সকল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনগত এবং নির্মাণ বিধি অনুসরণ করা হয়েছে যা লিড আর্থ (LEED Earth) সনদ অর্জনকারী বিশ্বের অন্যতম সবুজ কারখানা। যুগের চাহিদা অনুযায়ী জেনেসিস ওয়াশিং লিমিটেড উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন এবং সম্মিলন ঘটিয়ে তৈরী পোশাক শিল্পে পন্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা বা অটোমেশন যুগের সূচনা করেছে।

আর্থ-সামাজিক অবদান:
জরুরী অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রনের জন্য জার্মান প্রতিষ্ঠান GIZ এর সহযোগিতায় কারখানা প্রাঙ্গনে মিনি ফায়ার ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই ফায়ার ষ্টেশন অত্র এলাকার শতাধিক কারখানায় ও দুই লক্ষাধিক বসবাসকারীর জরুরী অগ্নি দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি আভ্যন্তরীন অগ্নি-নির্বাপণ দলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেনেসিস ওয়াশিং লিমিটেড মোট শ্রম শক্তির ৬৫ শতাংশ নারী কর্মী নিয়োগ দিয়েছে এবং সকলকেই ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলে দেয়ার মাধ্যমে অর্থ লেনদেন প্রবাহের সাথে যুক্ত করে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষ করে স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য গ্রহন, প্রজনন স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত ও মাসিক স্বাস্থ্যবিধি, মানসিক স্বাস্থ্য এবং এইচআইভি/এইডস ইত্যাদি সর্ম্পকে সচেতন করার লক্ষ্যে কারখানায় “Bestseller” বায়ারের সাথে যৌথ উদ্দ্যেগে HERhealth™ Project বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবার স্থায়ী সমাধান, সহজলভ্য করন এবং সুচিকিৎসা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে ৩৩,৬৫,৪০,০০০.০০ (তেত্রিশ কোটি পয়ষট্টি লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয়ে খোকন মেমোরিয়াল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নামমাত্র মূল্যে জনগনকে আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত এই হাসপাতাল হতে ৩৩০৪৭ জন রোগী স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহন করেছে।

শিক্ষা সেক্টরে অবদান ঃ

শিক্ষা প্রসারে অবদান স্বরুপ সিরাজগঞ্জে “জাহানারা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জাহানারা উচ্চ বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পাচ্ছে। এবং সুবিধা বঞ্চিত ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং কর্মস্থানের লক্ষ্যে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ড সরকারের সহযোগিতায় জাহানারা নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষাকে আরো সহজতর ও সহজলভ্য করা এবং সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে হাজী করব আলী ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খোকন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন ঃ

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা মূলক কর্মসূচীর আওতায় বয়স্ক ভাতা প্রদান, গৃহনির্মাণ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, মসজিদ, মাদ্রাসা ও কলেজ স্থাপন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে খোকন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে খোকন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন অত্যন্ত সুনামের সাথে তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে উল্লোখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে খোকন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রা ব্যয় নির্বাহের জন্য বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি ও মাসিক আর্থিক শিক্ষা সহায়তা, গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ এবং স্যানিটেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১২৪৫ জন বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পেয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল, কলেজ মাদ্রাসা এবং মসজিদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সামগ্রী ক্রয়ের জন্য মোট ৩০ (ত্রিশ) টি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপরোক্ত কর্মসূচী ছাড়াও জেনেসিস ওয়াশিং লিমিটেড অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ন কাজ করে যাচ্ছে, যেমন- লোকালয়ে ডেঙ্গু মশা নিধন, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পুরানো রাস্তা সংস্কার এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচী ইত্যাদি।

আর এফ এল প্লাস্টিকস্ লিমিটেড

RFL PLASTICS LTD

আর এফ এল প্লাস্টিকস্ লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (প্লাস্টিক শিল্প)
প্রথম পুরস্কার

আরএফএল প্লাষ্টিকস লিমিটেড প্রাণ -আরএফএল গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আরএফএল ১৯৮০ সালে কাস্ট আয়রন (সিআই) পণ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এর প্রাথমিক মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের সেচ যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আরএফএল ১৯৯৬ সালে ইউপিভিসি ক্যাটাগরিতে এবং ২০০৩ সালে প্লাষ্টিক সেক্টরে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ দেশে কাষ্ট আয়রন, ইউপিভিসি ও প্লাস্টিক অঙ্গনে সফল পথপ্রদর্শক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ আরএফএল প্লাষ্টিকস লিমিটেড। **RFL PLASTICS LIMITED.**
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ঃ কারখানার ঠিকানা : প্রাণ ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল পার্ক, বাগপাড়া, পলাশ, নরসিংদী। হেড অফিস : প্রাণ -আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
স্বত্বাধিকারীর নাম	ঃ আহসান খান চৌধুরী।
চেয়ারম্যান	ঃ রথীন্দ্র নাথ পাল।
প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন	ঃ দারিদ্র ও ক্ষুধা জীবনের অভিশাপ তাই লাভজনক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি করা প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য।
প্রতিষ্ঠার বছর	ঃ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০২ ইং।
বাণিজ্যিক উৎপাদন	ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ইং।
প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ঃ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।
প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	ঃ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান।
উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	ঃ প্লাষ্টিক ফার্নিচার, পিভিসি পাইপ এন্ড ফিটিংস, এইচডিপিই পাইপ ও প্লাষ্টিক হাউজহোল্ড পণ্য।
মোট জনবল	ঃ তিন হাজার দুইশত এগারো।
মোট উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ এক লক্ষ পনের হাজার মেট্রিক টন প্রতি বছর (প্রায়)।
মার্কেট	ঃ স্থানীয় বিক্রয় ও রপ্তানি।
বার্ষিক রপ্তানির পরিমান	ঃ ১,৩১০ লক্ষ টাকার অধিক।
রাপ্তানীকৃত দেশ	ঃ এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের ৬০ টি দেশে আরএফএল প্লাষ্টিকস লিমেটেডের পণ্য এবং বিশ্বের প্রায় ১৪০টি দেশে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ এর পণ্য রপ্তানি হয়
বিভিন্ন অর্জন ও পুরস্কার	ঃ আরএফএল প্লাষ্টিকস লিঃ ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ভ্যাট পরিশোধকারী সম্মাননা সহ আরএফএল প্লাষ্টিক ব্যান্ড ফোরাম বাংলাদেশ পরপর নবম বারের মতো বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্লাষ্টিক সামগ্রী ব্র্যান্ড হিসেবে শ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড পুরস্কার পেয়েছে।

RFL PLASTICS LTD

ডিউরেবল প্লাস্টিক লিমিটেড

DURABLE PLASTIC LTD

ডিউরেবল প্লাস্টিক লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (প্লাস্টিক শিল্প)
দ্বিতীয় পুরস্কার

ডিউরেবল প্লাষ্টিক লিমিটেড প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আরএফএল ১৯৮০ সালে কাস্ট আয়রন (সিআই) পণ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এর প্রাথমিক মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের সেচ যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আরএফএল ১৯৯৬ সালে ইউপিভিসি ক্যাটাগরিতে এবং ২০০৩ সালে প্লাষ্টিক সেক্টরে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ দেশে কাষ্ট আয়রন, ইউপিভিসি ও প্লাষ্টিক অঙ্গনে সফল পথপ্রদর্শক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ ডিউরেবল প্লাষ্টিক লিমিটেড। **DURABLE PLASTIC LIMITED**
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ঃ কারখানার ঠিকানা : আরএফএল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মূলগাঁও, কালিগঞ্জ, গাজীপুর। হেড অফিস : প্রাণ-আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
স্বত্বাধিকারীর নাম	ঃ আহসান খান চৌধুরী।
চেয়ারম্যান	ঃ রথীন্দ্র নাথ পাল।
প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন	ঃ দারিদ্র ও ক্ষুধা জীবনের অভিশাপ তাই লাভজনক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি করা প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য।
প্রতিষ্ঠার বছর	ঃ ০৫ মার্চ ২০০৯ ইং।
বাণিজ্যিক উৎপাদন	ঃ জুলাই ২০০৯ ইং
প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ঃ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।
প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	ঃ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান।
উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	ঃ প্লাষ্টিক ফার্নিচার এবং প্লাষ্টিক হাউজহোল্ড পণ্য।
মোট জনবল	ঃ তিন হাজার একশত বিশ।
মোট উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ এক লক্ষ পনের হাজার মেট্রিক টন প্রতি বছর (প্রায়)।
মার্কেট	ঃ স্থানীয় বিক্রয় ও রপ্তানি।
বার্ষিক রপ্তানির পরিমান	ঃ ২,২০০ লক্ষ টাকার অধিক।
রাপ্তানিকৃত দেশ	ঃ এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের ৬০ টি দেশে আরএফএল প্লাষ্টিকস লিমিটেডের পণ্য এবং বিশ্বের প্রায় ১৪০টি দেশে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ এর পণ্য রপ্তানি হয়।
বিভিন্ন অর্জন ও পুরস্কার	ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরুপ ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে।
সনদ	ঃ আইএসও সনদ প্রাপ্ত

আকিজ জুট মিলস লিঃ

আকিজ জুট মিলস লিঃ

শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আকিজ জুট মিলস্ লিঃ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জুট কার্পেট/হ্যান্ডলুম কার্পেটের জন্য অত্যন্ত মিহি সূতা যোগান দিয়ে আসছে। এছাড়াও বহুমূখী পাটপণ্যের কাঁচামাল-জুট ইয়ার্ন ও টোয়াইন ছাড়াও জুট এবং কটন মিশ্রনে মিহি সূতা রপ্তানি করে আসছে। আকিজ জুট মিলস্ লিঃ ১৯৯৪ সালে দেশের স্বনামধন্য আকিজ গ্রুপ অব কোম্পানীজ এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭ সালে উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে ১৯৯৯ সালেই রপ্তানি বাণিজ্যে প্রবেশ করে। শিল্প বাণিজ্যে দুর্বল খুলনা অঞ্চলে এটি প্রতিষ্ঠিত। আকিজ গ্রুপ অব কোম্পানিজ এর চেয়ারম্যান জনাব সেখ নাসির উদ্দিন-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বরাবরই গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে আসছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩৮০-৪০০ মেট্রিক টন। প্রায় ৯২০০ জনবল দ্বারা পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জন।

রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০২-২০০৩ ইং অর্থবছর থেকে সর্বশেষ ২০১৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এ ২০১৬-২০১৭ ইং অর্থবছর এর ঘোষণা পর্যন্ত আকিজ জুট মিলস্ লি. ধারাবাহিক ভাবে ১৫ বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পাট দিবস, ০৬ মার্চ, ২০১৭ সাল হতে ২০২০ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে সর্বোচ্চ পাটসূতা রপ্তানিকারক ও সেরা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানীত ও ক্রেস্ট (স্বর্ণ) পদক অর্জন করে আসছে। সর্বশেষ, ২০১৯-২০২০ ইং অর্থবছরে অত্র প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী পাট পণ্যের পরিমাণগত রপ্তানি ১,০৩,২১৭.০০ মে. টন, যার রপ্তানি আয় (প্রত্যাবাসিত) US$ ১০৪.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (এফওবি) সমমূল্যে যা প্রায় ৮৮৬.২৩ কোটি টাকা। এছাড়াও পাটজাত পণ্য উৎপাদন খাতে আকিজ জুট মিলস্ লি. সর্বোচ্চ কর দাতার সম্মান অর্জন করেছে।

উল্লেখ্য বাংলাদেশের উৎপাদিত গুনগত মানসম্পন্ন পাটের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সর্বোচ্চ জনবল ব্যবহার করে, এ সেক্টরের অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। যার নিদর্শন স্বরূপ সোনালী আঁশের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি বৈচিত্রময়-পাটপণ্য উৎপাদন ও পাটের বহুমুখি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত নিজ জেলা গোপালগঞ্জের-মুকসুদপুরে ২৫০ বিঘা জমিতে দৈনিক ৬০০ মে. টন ক্ষমতা সম্পন্ন ইউনিভার্সাল জুট মিলস্ লি. নামে একটি নতুন জুট মিলের কর্মযজ্ঞ অতি দ্রুত গতিতে সম্পাদন করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরেই আমরা উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার আশা ব্যক্ত করছি।

আর্থসামাজিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মাদ্রাসা, এতিমখানা প্রভৃতি সেবামুলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি গৃহহীনদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ ছাড়াও অফিসার, কর্মচারী, শ্রমিকদের সন্তানদেরকে উন্নতমানের শিক্ষার পাশাপাশি অত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রতিবছরে শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রেখেই চলেছে। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানটিতে মালিক শ্রমিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান।

শিল্প ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের বিবরণ ঃ

* জুটন (JUTON) ঃ বাংলাদেশে প্রথম বারের মত তুলা ও পাটের সমন্বয়ে একটি সুতা উদ্ভাবন করেছে যার নামকরণ হয়েছে জুটন (JUTON)। প্রাথমিক পর্যায়ে IKEA সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং বিশ্ব বাজারে প্রবেশে অপেক্ষমান।

আইয়ান জুট মিলস লিঃ

AHYAN JUTE MILLS
LIMITED

আইয়ান জুট মিলস লিঃ

বৃহৎ শিল্প (পাট)
দ্বিতীয় পুরস্কার

Ahyan Jute Mills Limited (AJML), set up in 2011 is one of the biggest Yarn & Twine jute mills in Bangladesh and is a source of employment for over 5000 and above people.

Located on the banks of the river of Bhoirob, Bezerdanga, Dhokkindihi, Phultala, Khulna in Bangladesh, AJML is a part of the Ahyan Group, which today epitomizes leadership, vision, determination, innovation and growth. Still young in terms of existence, the AJML has, in a very short span of 1 year, established itself as a formidable player in Jute mills.

Board of Directors:

- **Selina Begum**
  (Chairman of Ahyan jute mills ltd.)
- **Md Ferdous Bhuyan**
  (Managing Director of Ahyan jute mills ltd.)
- **Mohammad Zahir uddin Razib**
  (Director of Ahyan jute mills ltd.)
- **Tajuddin Ahmed Sajib**
  (Director of Ahyan jute mills ltd.)

Manufacturing

- **Selection of Jute**
- **Softening of Jute**
- **Softened Pile of Jute**
- **Root Cutting and Breaker Card**
- **Inter/Finisher Card**
- **1st/2nd/3rd Drawing**
- **Spinning**
- **Winding**
- **Branding**
- **Binding**
- **Packing-Truss or Pallet**
- **Wrapping**
- **Shipment**

Products and Services:

YARN & TWINE: High quality yarn is produced in the company's Export Oriented Unit (EOU). The various qualities of yarn & twine produced by the company are as follows:

- Yarn of count ranging from 4.8 lb to 26 lbs for CRT, CRX, and CRP Quality.
- Yarn of count ranging from 6 lb to 50 lbs for HESSIAN, SACKING, and CB Quality.
- Twisted yarn (1 ply/2 ply/3 ply/4ply/5ply)
- Precision wound yarn for the carpet industry
- Dyed yarn
- Yarn of HESSIAN,SACKING,CB,CRM,CRT,CRX quality
- Twine
- Ropes
- The company also manufactures yarn specific to requirement of the buyers in terms of Quality Ratio (QR) and minimum QR
- Count Variation range
- Strength Variation range and the like

Exports:
We export our jute and jute products to all over the world

Asia		Europe	
Bahrain Yemen Oman Indonesia Philippines Saudi Arabia	Japan Sri Lanka Kuwait Turkey Malaysia United Arab Emirates	Austria Belgium Britain East Germany France Greece	Ireland Italy Netherlands Spain Switzerland

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড

ONE Bank
LIMITED
...We Make Things Happen

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (সেবা)
প্রথম পুরস্কার

ONE Bank Limited was incorporated in May, 1999 With the Registrar of Joint Stock Companies under the Companies Act. 1994, as a commercial bank in the private sector. The number of branches of the Bank was one hundred three (103), sub-branches Eleven (11), Off-Shore Banking Units (OBU) Two (2) and Collection booth of the Bank Thirteen (13) as on 31 December, 2019. ONE Securities Limited and ONE Investment Limited are the subsidiaries of ONE Bank Limited.

The Bank is pledge-bound to serve the customers and the community with utmost dedication. The prime focus is on efficiency, transparency, precision and motivation with the spirit and conviction to excel as ONE Bank in both value and image.

The name ONE Bank is derived from the insight and long nourished feelings of the promoters to reach out to the people of all walks of life and progress together towards prosperity in a spirit of oneness.

OBL is a private sector commercial bank dedicated in the business line of taking deposit from public through its various saving schemes and lending the fund in different sectors at a margin. Proper risk assessment and compliance is meticulously followed in selection of asset and liability portfolio. The bank financing is concentrated in both working capital financing and long term financing through Corporate Financing, Lease Financing, Syndication Financing, Project Financing, SME Banking, Agricultural Financing and Retail Financing etc.

In the industrial sector, the major concentration of the Bank is on the textile and RMG sectors. With the rising exposure to RMG, it has increased its non-funded business substantially. It has taken initiative to increase exposure in SME for broadening the access of small entrepreneurs to bank credits.

With the state of art technology, OBL has real time on-line banking facility and has launched Visa debit and credit cards, Hajj Card, ATM facility, E-Banking, Mobile Financial Services (OK Wallet) etc. ONE Bank Ltd. commenced its Agent Banking Operation from November 05, 2019 in different locations with a goal to bring large segments of unbanked population into banking network, as well as, to contribute to the sustainable growth of the economy. A full-fledged Disaster Recovery (DR) centre has been established in Sirajgonj to ensure business continuity of the bank. OBL has introduced Centralized Loan Administration and Trade Processing centre at Dhaka and Chattogram zones.

ONE Bank views the employees as the most valuable resources of the organization. The combination of young and matured professionals has greatly helped ONE Bank achieve its success over the years. The total number of full time regular employees of the Bank increased to 2,414 by the year end 2019. The bank has a training institute of its own which caters the training needs of the employee of the bank.

OBL Vision Statement

- To establish ONE Bank Limited as a Role Model in the Banking Sector of Bangladesh.
- To meet the needs of our Customers, Provide fulfillment for our People and create Shareholder Value.

OBL Mission Statement

- To constantly seek ways to better serve our Customers.
- Be pro-active in fulfilling our Social Responsibilities.
- To review all business lines regularly and develop the Best Practices in the industry.
- Working environment to be supportive of Teamwork, enabling the Employees to perform to the very best of their abilities.

সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

SONAR BANGLA INSURANCE LIMITED
a symbol of trust & security

সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (সেবা)
দ্বিতীয় পুরস্কার

Sonar Bangla Insurance Limited (SBIL) a Non Life Insurance Company was incorporated on 14 March, 2000 as a Public Limited Company under the Companies Act, 1994 with the vision to become a premier non-life insurance Company. It obtained the certificate of registration for carrying insurance business from the Chief Controller of Insurance (Now IDRA) on 26 April, 2000. The Company started its business with a paid-up Capital of Tk. 6.00 crore against the authorized Capital of Tk. 20.00 crore being sponsored by group of re-noun business personalities and reported industrialist of the country having involvement diversified business. Presently its Authorized Capital is Tk. 100.00 crore and paidup Capital is Tk. 40,04,14,4501/-. As a Non-Life Insurance Company transacting Fire, Marine, Motor, Engineering, Aviation and Misc. Insurance business.

Sonar Bangla Insurance Limited went into Initial Public Offering (IPO) in 2005 to raise its paid-up Capital from 6.00 crore to 15.00 crore and listed with the Dhaka and Chittagong Stock Exchange Ltd. in 2006 and continuously declared dividend for the Shareholders 10% and above for the year 2008 to 2019. The Company obtained " AA+" Credit Rating from Alfa Credit Rating Limited. The Company has been operating its business with a network of 28 branches in different district in the country.

The Board of Directors of the Company consists of leading businessmen of the country. Our Hon'ble Chairperson Mr. Sheikh Kabir Hossain is the president of Bangladesh Insurance Association (BIA), Chairman Central Depository Bangladesh Limited (CDBL), Chairman, Board of Trusty Fareast International University and National Tea Company. Former Chairman of the Bangladesh Red Crescent Society and International Director (2005-2007) of Lions Club International Bangladesh. The Directors of the Company are also well Known in their trade and profession.

Sonar Bangla Insurance Limited is managed by a dedicated team of professionals led by Mr. Md. Abdul Khaleque Miah, Chief Executive Officer of the Company having long experience in the sector.

SONAR BANGLA INSURANCE LIMITED
a symbol of trust & security

ব্রেইন ষ্টেশন ২৩ লিমিটেড

BRAIN STATION 23

ব্রেইন ষ্টেশন ২৩ লিমিটেড

বৃহৎ শিল্প (আইটি)
প্রথম পুরস্কার

ব্রেইন স্টেশন ২৩ লিমিটেড একটি বাংলাদেশী আইটি এবং সফটওয়্যার পরিসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যা বর্তমানে সারা বিশ্বে সুনাম এর সাথে কাজ করছে।

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের গ্রাহক ও কর্মীদের জন্য সাফল্য তৈরি করা এবং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য এবং সর্বোপরি মানবজাতির বিকাশের জন্য কাজ করা।

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে অভিজ্ঞ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা আমরা কাস্টম সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, রিয়েলিটি টেকনোলজি সলিউশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং সলিউশন, এন্টারপ্রাইজ সলিউশন, ফিনটেক, ক্লাউড সার্ভিসেস এবং এলএমএস ইত্যাদি প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা সারা বিশ্বজুড়ে ১২০০ টিরও বেশি প্রকল্পে কাজ করেছি এবং আমাদের কোম্পানিতে বর্তমানে প্রায় ৪০০ এর বেশি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের পার্টনার রয়েছে। এদের মধ্যে জার্মানি, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন এবং সাউথ আফ্রিকার পার্টনারদের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

ব্রেইন স্টেশন ২৩ তাদের এত বছরের পথচলায় সাফল্যর স্বীকৃতিস্বরূপ বেশ কয়েকটি পুরষ্কার অর্জন করেছে। এছাড়াও ব্রেন স্টেশন ২৩ আইএসও ২৭০০১ এবং আইএসও ৯০০১ নিবন্ধিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিজেদের সুনাম অর্জন করেছে। ব্রেইন স্টেশন ২৩ সাফল্যর স্বীকৃতিস্বরূপ অর্জনকৃত পুরষ্কারগুলো হচ্ছে-এইচএসবিসি এক্সপোর্টার অফ দি ইয়ার ২০১৩, বেসিস কর্তৃক একাধিক বিভাগে ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের জন্য বেসিস আইসিটি অ্যাওয়ার্ড, ডেইলি স্টার আইসিটি অ্যাওয়ার্ড ২০১৭, বেসিস কর্তৃক ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সালের জন্য বেসিস সেরা আউটসোর্সিং সংস্থা পুরষ্কার।

২০১২ সালে ব্রেইন স্টেশন ২৩ বাংলাদেশের ব্যাংকগুলিকে ডিজিটাল করার লক্ষ্য নিয়ে শীর্ষ স্থানীয় ব্যাংকগুলির সাথে কাজ শুরু করে। বর্তমানে ব্রেইন স্টেশন ২৩ ব্যাংকিং এবং ফিনটেক ইন্ডাস্ট্রিতে সিটি ব্যাংক লিমিটেড, এবি ব্যাংক লিমিটেড, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড, মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, এইচএসবিসি ব্যাংক, মেটলাইফ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এর জন্য মোবাইল ওয়ালেট নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাও ব্রেইন স্টেশন ২৩ এর রয়েছে। সমান্তরালভাবে বাংলাদেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ফার্মেসি ইন্ডাস্ট্রি, ই-কমার্স এবং টেলকো ইন্ডাস্ট্রিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে ব্রেইন স্টেশন ২৩। ইনসেপ্টা, অ্যারিস্টফার্মা, লাজ ফার্মা, বিএটি, জেটিআই, গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক, টেলিনর, ব্রিটিশ টেলিকম, এক্সিয়াটা, পেপাল, ইত্যাদি আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রতিস্থানের সাথে ব্রেইন স্টেশন ২৩ সম্মানের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

BRAIN STATION 23

HATIL COMPLEX LTD.

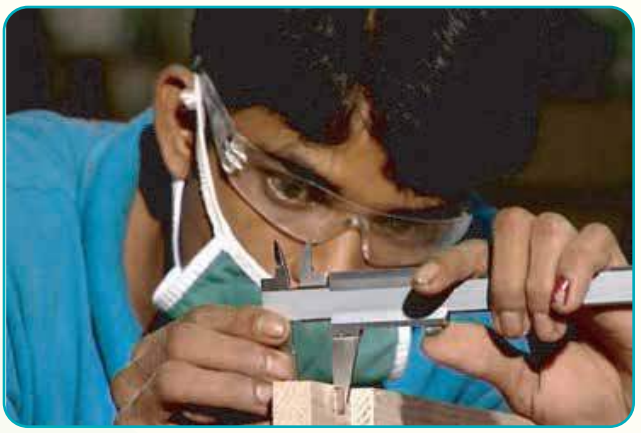

HATIL®
FURNITURE

HATIL COMPLEX LTD.

HATIL is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe. The brand presents an impeccable range of wooden furniture products manufactured from the best sourced materials and with a deft touch of seasoned artisanship.

It all started in the late 60's with a modest timber company. Eventually the owning family of that company came forward to launch a Global Furniture Brand. Thus, HATIL was born.

Latest Technology, Total Quality Management, Lean Manufacturing, Unique Design, Sensibility and Smart Retail Presence have already curved a niche for the brand.

HATIL started its global journey making exports to US, Canada, Australia, Russia, Egypt, KSA, UAE, Kuwait, Qatar and Thailand by the OEM furniture supply. Brand showrooms were opened in Nepal, Bhutan and across India.

Achievement of Awards:

- National Award for Highest VAT Payer Organization 2018-2019 by National Board of Revenue
- HSBC-Daily Star Climate Award 2013 in Green Operation Category
- Pavilion Beautification Award in DITF, CITF and National Furniture Fair

CSR (Corporate Social Responsibilities) Activities:

- Full Free Studentship School- for the children of its workers.
- Art Competition to celebrate Bangla New Year to spark the creative ideas of kids.
- Handed-over Award to Baul Shamrat- Shah Abdul Karim as a legendary musician, composer, lyricist and music teacher in 2006.
- Patronizing Young Artists buying their art works to give customers as gift.

Prestigious Work:

- Sonargaon Museum- HATIL got the opportunity to work on doors for Sonargaon Museum, in 2015 under Ministry of Cultural Affairs.
- Bangladesh Bhavan Auditorium at Shantiniketan, West Bengal, India- In the year of 2018, HATIL has supplied furniture in the library of Visva-Bharati University, India.
- Tungipara Bangabandhu Mausoleum Library- Bangabandhu Mausoleum is an important architecture for the people of Bangladesh in terms of respect as well as aesthetic and historic value. In 2018, HATIL worked in the library of mausoleum complex.

HATIL® FURNITURE

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার
উৎপাদনশীলতার অঙ্গীকার

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯

মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ৮ টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও স্থির চিত্র

গেট ওয়েল লিমিটেড

GETWELL
Feel Safe & Sound

গেট ওয়েল লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (ইস্পাত ও প্রকৌশল)
প্রথম পুরস্কার

গেট ওয়েল লিমিটেড প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আরএফএল ১৯৮০ সালে কাস্ট আয়রন (সিআই) পণ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এর প্রাথমিক মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের সেচ যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আরএফএল ১৯৯৬ সালে ইউপিভিসি ক্যাটাগরিতে এবং ২০০৩ সালে প্লাষ্টিক সেক্টরে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ দেশে কাষ্ট আয়রন, ইউপিভিসি ও প্লাস্টিক অঙ্গনে সফল পথপ্রদর্শক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ গেট ওয়েল লিমিটেড। **GET WELL LIMITED.**
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ঃ কারখানার ঠিকানা : হবিগঞ্জ ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল পার্ক, অলিপুর, শাহজীবাজার, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ। হেড অফিস : প্রাণ-আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
স্বত্বাধিকারীর নাম	ঃ আহসান খান চৌধুরী।
চেয়ারম্যান	ঃ রথীন্দ্র নাথ পাল।
প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন	ঃ দারিদ্র ও ক্ষুধা জীবনের অভিশাপ তাই লাভজনক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি করা প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য।
প্রতিষ্ঠার বছর	ঃ ২১ জানুয়ারি ২০১৪ ইং।
বাণিজ্যিক উৎপাদন	ঃ অক্টোবর ২০১৪ ইং।
প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ঃ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।
প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	ঃ মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান।
উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	ঃ মেডিকেল ও সার্জিক্যাল দ্রব্যসামগ্রী।
মোট জনবল	ঃ দুইশত চল্লিশ।
মোট উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ ষোল হাজার মেট্রিক টন প্রতি বছর (প্রায়)।
মার্কেট	ঃ স্থানীয় বিক্রয়
বিভিন্ন অর্জন ও পুরস্কার	ঃ আরএফএল প্লাষ্টিক ব্র্যান্ড ফোরাম বাংলাদেশ পরপর নবম বারের মতো বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্লাষ্টিক সামগ্রী ব্র্যান্ড হিসেবে শ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড পুরস্কার পেয়েছে।
সনদ	ঃ আইএসও সনদ প্রাপ্ত

GETWELL
Feel Safe & Sound

নর্দান ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড

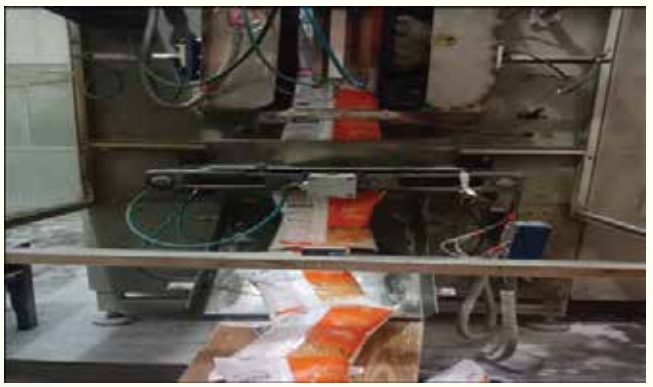

নর্দান ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (খাদ্য)
প্রথম পুরস্কার

নর্দান ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থসামাজিক এবং ব্যক্তিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে চলেছে যা রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের চলমান গতিধারাকে আরো ত্বরান্বিত করছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে নর্দান ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড এর উল্লেখযোগ্য অবদান সমূহ নিম্নেরুপ:

শিল্পের উন্নয়ন ঃ
যুগের চাহিদা অনুযায়ী নর্দান ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন এবং সম্মিলন ঘটিয়ে পন্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা বা অটোমেশন যুগের সূচনা করেছে।

আর্থ-সামাজিক অবদান:
নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নর্দান ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড মোট শ্রম শক্তির সকলকেই ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলে দেয়ার মাধ্যমে অর্থ লেনদেন প্রবাহের সাথে যুক্ত করে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষ করে স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য গ্রহন, প্রজনন স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত ও মাসিক স্বাস্থ্যবিধি, মানসিক স্বাস্থ্য এবং এইচআইভি/এইডস ইত্যাদি সর্ম্পকে সচেতন করার লক্ষ্যে কারখানায় বিভিন্ন ধরনের প্রোগাম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

খোকন মেমোরিয়াল হাসপাতাল ঃ
স্বাস্থ্যসেবার স্থায়ী সমাধান, সহজলভ্য করন এবং সুচিকিৎসা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে ৩৩,৬৫,৪০,০০০.০০ (তেত্রিশ কোটি পয়ষট্টি লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয়ে খোকন মেমোরিয়াল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নামমাত্র মূল্যে জনগনকে আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত এই হাসপাতাল হতে ৩৩০৪৭ জন রোগী স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহন করেছে।

শিক্ষা সেক্টরে অবদান ঃ
শিক্ষা প্রসারে অবদান স্বরুপ সিরাজগঞ্জে "জাহানারা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জাহানারা উচ্চ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পাচ্ছে। এবং সুবিধা বঞ্চিত ও অদক্ষ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং কর্মস্থানের লক্ষ্যে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ড সরকারের সহযোগিতায় জাহানারা নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষাকে আরো সহজতর ও সহজলভ্য করা এবং সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে হাজী করব আলী ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খোকন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন ঃ
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা মূলক কর্মসূচীর আওতায় বয়স্ক ভাতা প্রদান, গৃহনির্মাণ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, মসজিদ, মাদ্রাসা ও কলেজ স্থাপন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে খোকন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে খোকন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন অত্যন্ত সুনামের সাথে তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে খোকন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রা ব্যয় নির্বাহের জন্য বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি ও মাসিক আর্থিক শিক্ষা সহায়তা , গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ এবং স্যানিটেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১২৪৫ জন বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পেয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল, কলেজ মাদ্রাসা এবং মসজিদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সামগ্রী ক্রয়ের জন্য মোট ৩০ (ত্রিশ) টি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপরোক্ত কর্মসূচী ছাড়াও নর্দান ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ন কাজ করে যাচ্ছে, যেমন- লোকালয়ে ডেঙ্গু মশা নিধন, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পুরানো রাস্তা সংস্কার এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচী ইত্যাদি।

রোমানিয়া ফুড এ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড

রোমানিয়া ফুড এ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (খাদ্য)
দ্বিতীয় পুরস্কার

"রোমানিয়া ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড" বেঙ্গল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যা খাদ্য পণ্য উৎপন্ন করে। ২০০৫ সালে গুনগত মানের খাদ্য ও কোমল পানীয় বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে রোমানিয়া ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ FMCG সেক্টরে যাত্রা শুরু করে। রোমানিয়া ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড হাটি হাটি পা পা করে এখন বিস্কুট, কুকিজ, ক্র্যাকার্স, বেকারী এবং স্ন্যাকস ও কনফেকশনারী ক্যাটাগরিতে মোট ৬০টিও বেশী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে FMCG নিজেদের শক্ত অবস্থান দখল করে রেখেছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি দেশের গন্ডি পেরিয়ে মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সহ আফ্রিকা ও ইউরোপের অনেক দেশে রোমানিয়া ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ উৎপাদিত পণ্য সুনামের সাথে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

রোমানিয়া ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড তার জন্মলগ্ন থেকেই উৎকৃষ্ট মানের পণ্য উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে পথ চলা শুরু করে। এরই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দেশীয় বাজারে সর্ব প্রথম ব্রান্ড পণ্য কেক্রার্স "লেক্সাস" এর পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রতিষ্ঠানটির উত্তর উত্তর উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে কার্যে পরিণত করার জন্য কতৃপক্ষ নিয়োজিত সকল মানব সম্পদের জন্য সহায়ক উন্নত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং ভোক্তার চাহিদা সন্নত রাখতে সদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রতিনিয়ত ভোক্তার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষ ভোক্তার চাহিদার প্রতি সন্মান প্রদর্শনপূর্বক রোমানিয়া ফুড এন্ড বেভারেজ লিমিটেড তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিতে কারখানার সম্পদ দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মানব সম্পদকে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং ভ্রমণের মাধ্যমে আরো দক্ষ করে তুলেছে।

প্রতিষ্ঠানটিতে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এখানে ফায়ার এলার্ম, হিট ডিটেকটরসহ অগ্নিনির্বাপণের জন্য এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া করোনাসহ অন্যান্য যেকোন মহামারীর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

কনসেপ্ট নীটিং লিমিটেড

কনসেপ্ট নীটিং লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (টেক্সটাইল ও আর এম জি)
প্রথম পুরস্কার

কনসেপ্ট নীটিং লিমিটেড একটি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা যা ২০১১ সাল থেকে মাসকো গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং গুনগত মানের পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা। ভোক্তাদের জন্য উৎপাদিত পণ্য সেবার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান সংকল্পবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মীদের সহযোগীতায় এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ গুনগত মান সম্পন্ন তৈরি পোশাক সরবরাহ করে আসছে।

প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রদানে প্রতিষ্ঠানটি বদ্ধপরিকর। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য সার্বক্ষণিক ডাক্তার, নার্সসহ প্রশিক্ষিত টিম নিয়োজিত ছাড়াও স্থানীয় একটি হাসপাতালের সহিত জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা এবং এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস গ্রহনের যথাযথ ব্যবস্থা করা আছে। কারখানায় পর্যাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স এবং ছয় বছরের নিচে শিশুদের জন্য ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা। এছাড়াও কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) প্রতিরোধে কারখানার প্রধান ফটকে জীবানু নাশক টানেল, তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য থার্মোস্কেল এবং পর্যাপ্ত হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ আইসোলেশন কক্ষ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপনের অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত ধোঁয়া সনাক্ত করন যন্ত্র, হোস পাইপ, অগ্নি নির্বাপন গ্যাসসহ অটোমেটেড হাইড্রোলিক পাম্প এবং একাধিক জরুরী নির্গমনপথ রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি একটি সুদক্ষ পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ব্যবসায়ী জগতের বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব জনাব ফারহানা আক্তার, উক্ত কোম্পানীর পরিচালক। যিনি সততা, নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার আলোকে যথাযথ কমপ্লাইন্স অনুসরন করে এবং সকল রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান মেনে ব্যবসা পরিচালনা করে আসিতেছেন। যথাযথ প্রতিশ্রুতি পালক, অপচয় রোধ, প্রোডাকটিভিটি, কাইজান ও ৫ এস পদ্ধতি অনুসরন করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানটি তার সকল শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন ভাতাসহ সকল পাওনা ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যেকের নিজ নিজ হিসাব নম্বরে প্রদান করে থাকে। দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি সমাজকল্যানমূলক কর্মকান্ডকেও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং মক্তব প্রতিষ্ঠা ছাড়াও অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের বাসস্থানের করে আসছে।

বঙ্গ প্লাষ্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

BANGA PLASTIC
INTERNATIONAL LTD

বঙ্গ প্লাষ্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

মাঝারি শিল্প (প্লাস্টিক)
প্রথম পুরস্কার

বঙ্গ প্লাষ্টিক ইন্টারন্যাশনাল প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আরএফএল ১৯৮০ সালে কাস্ট আয়রন (সিআই) পণ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এর প্রাথমিক মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের সেচ যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োনিয় পণ্য সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আরএফএল ১৯৯৬ সালে ইউপিভিসি ক্যাটাগরিতে এবং ২০০৩ সালে প্লাষ্টিক সেক্টরে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ দেশে কাষ্ট আয়রন, ইউপিভিসি ও প্লাস্টিক অঙ্গনে সফল পথপ্রদর্শক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ বঙ্গ প্লাষ্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। **BANGA PLASTIC INTERNATIONAL LIMITED.**
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ঃ কারখানা ঠিকানা : প্রাণ ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল পার্ক, বাগপাড়া, পলাশ, নরসিংদী। হেড অফিস : প্রাণ-আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
স্বত্বাধিকারীর নাম	ঃ আহসান খান চৌধুরী।
চেয়ারম্যান	ঃ রথীন্দ্র নাথ পাল।
প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন	ঃ দারিদ্র ও ক্ষুধা জীবনের অভিশাপ তাই লাভজনক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি করা প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য।
প্রতিষ্ঠার বছর	ঃ ০৬ জানুয়ারি ২০০৬ ইং।
বাণিজ্যিক উৎপাদন	ঃ মার্চ ২০০৭ ইং।
প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ঃ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।
প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	ঃ মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান।
উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	ঃ প্লাষ্টিক হ্যাঙ্গার, গ্রাম টেপ ও অন্যান্য এক্সেসরিজ পণ্য।
মোট জনবল	ঃ দুইশত সাতাব্বই।
মোট উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ পনেরো হাজার মেট্রিক টন প্রতি বছর (প্রায়)।
মার্কেট	ঃ রপ্তানি।
বার্ষিক রপ্তানির পরিমান	ঃ ২২,৫০০ লক্ষ টাকার অধিক
রপ্তানিকৃত দেশ	ঃ এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের ৬০ টি দেশে আরএফএল প্লাষ্টিকস লিমিটেডের পণ্য এবং বিশ্বের প্রায় ১৪০ টি দেশে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ এর পণ্য রপ্তানি হয়।
বিভিন্ন অর্জন ও পুরস্কার	ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অসাধারণ সাফল্যেও স্বীকৃতি স্বরুপ বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) অর্জন করেছে;

BANGA PLASTIC
INTERNATIONAL LTD

প্যাকম্যাট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

প্যাকম্যাট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

PACKMAT INDUSTRIES LIMITED is a sister concern of PRAN-RFL Group; one of the reputed business conglomerates of Bangladesh. It has started commercial production in 2010 and serving different renowned local & multinational customers i.e. Coca-Cola , PepsiCo etc. in Bangladesh. Also we are exporting different packaging materials to many countries all over the world. Annual turnover of PRAN-RFL Group is in the vicinity of US $3.2 billion. PRAN-RFL Group started business in 1981 and gradually diversified to food and beverage, agro-processing, foundry, real estate sector and now in packaging. We are specialized in Flexible Packaging, Plastics, Offset printing & Carton manufacturing.

CARTON MANUFACTURING

Our fully automated corrugated boxes are made of high quality paper sheets that we source from the world renowned vendors.We make our paper packaging boxes in different dimension and sizes as per requirement of the industry. Our packaging boxes are widely appreciated for the features like tear resistance, superior surface strength and high storage capacity.

Our plant is equipped with state of the art technology and advanced machineres like Fully automatic corruga ted carton machine, bi-color offset printing machine, 4 color flexo printing machine, automatic die cutting machine and screen printing facilities .

With a capacity of 36 mil sqm per annum carton unit was established with a view to ensure good packaging support for our market up by a team of trained and efficient people.

Product diversifications:

- Corrugated carton (up to 9 ply) auto and manual cartons
- Four color flexo printing, Screen printing, diy cutting facilities
- Customize size and Designed light weight boxes
- Customize cartons for non garments industries
- White top liner boxes
- Corrugated paper rolls
- Corrugated paper tray
- Die cut packaging box
- Heavy duty corrugated pallete and box
- Interlock carton

OFFSET PRINTING

Offset printing unit of packmat serving different renowned local & multinational customers in Bangladesh. We have Heidelberg CD 102 six color printing machine, two color printing machine, Single color printing machine, diy cutting machine, we have our own facilities Glossy lamination, UV lamination, spot lamination, foil stam ping, High speed auto pasting machine. Dedicated online QC line with highly equipped QC materials. Our own transportation to deliver materials quickly and promptly. With a capacity of 25,000 impression per hour offset printing unit is one of the important wing of Packmat. within a short period we have been able to established ourselves as a quality manufacturer of offset printed products.

Product diversifications:

- Offset printed Ate box
- paper based garments accessories (Hang tag, Barcode sticker, neck board)
- Adhesive sticker
- Dangler, Bunting
- band roll
- Poster
- Leaflet

বসুমতি ডিষ্ট্রিবিউশন লিঃ

Basumati

বসুমতি ডিষ্ট্রিবিউশন লিঃ

মাঝারি শিল্প (অন্যান্য)
দ্বিতীয় পুরস্কার

অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম উদ্ভাবনী ক্ষমতা, আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও সঠিক নেতৃত্বের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, বর্তমান প্রজন্মের সফল শিল্প উদ্যোক্তা জনাব জেড. এম. গোলাম নবী (সি.আই.পি)।

তিনি ২০০৮ সালে দেশের পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা নিরুপন করে আমদানী নির্ভরতা নিরুৎসাহিত করতে নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের প্রথম পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বসুমতি ডিষ্ট্রিবিউশন লিঃ।

প্রতিষ্ঠানটি উন্নতমানের মেশিনারিজ, কাঁচামাল ও আমেরিকান এ.পি.আই ফরমালেশন ব্যবহার করে দেশীও মোট চাহিদার ৮০,০০০ মেট্রিকটন পণ্য যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে আমদানী বিকল্প পণ্য উৎপাদন ও কর্ম সংস্থানে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখে চলছেন।

জাতীয় অর্থনীতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ অর্জন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের "রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার- ২০১৪ ও ২০১৬"। এছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন বহুবার দেশের শিল্পখাতের সর্বোচ্চ পুরস্কার (সি.আই.পি) শিল্প সম্মাননা।

জনাব জেড. এম. গোলাম নবী ব্যবসায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তিনি নানা জনহিতৈষী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত।

উল্লেখ্য, তিনি পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য- ভবিষ্যতে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

কিউ এন এস শিপিং লজিস্টিকস লিঃ

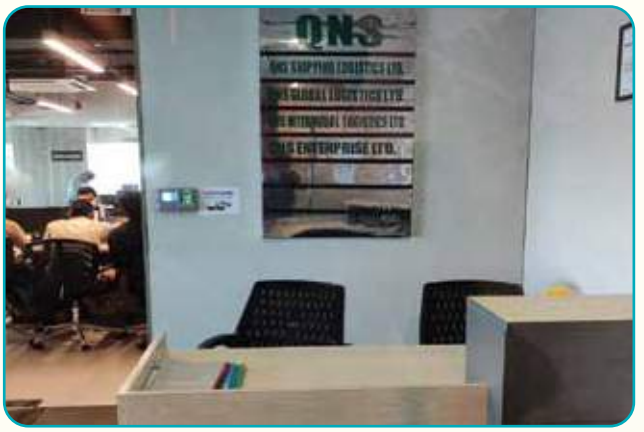

QNS SHIPPING LOGISTICS LIMITED

কিউ এন এস শিপিং লজিস্টিকস লিঃ

মাঝারি শিল্প (অন্যান্য)
তৃতীয় পুরস্কার

জনাব নুরুল কাইয়ুম খান ১৯৭৯ সালে কিউএনএস এন্টারপ্রাইজ নামীয় সিএন্ডএফ কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসায়ী জীবন আরম্ভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে কিউএনএস কন্টেইনার সার্ভিসেস লিমিটেড এবং ২০১০ সালে কিউ এন এস শিপিং লজিস্টিক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা লগ্ন থেকে বর্তমান সভাপতি। তিনি সোনালী ব্যাংকের পরিচালক ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সহ সভাপতি এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা মেম্বার ও পরিচালক হিসেবেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বর্তমানে এফবিসিসিআই-এর অধীনে সামুদ্রিক বন্দর সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সহ-সভাপতি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বন্দর উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। তিনি ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে সেবা খাতের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিআইপি-প্রাপ্ত।

কিউ এন এস শিপিং লজিস্টিক লিমিটেড ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের অন্যতম লাইনার শিপিং এবং ব্রেক বাল্ক শিপিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যা অদ্যবধি চট্টগ্রামবন্দর, মংলাবন্দর এবং পায়রা বন্দরের অপরিহার্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের আমদানী ও রপ্তানি বানিজ্যে এবং দেশের নৌপরিবহন খাতে অতিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিউ এন এস শিপিং লজিস্টিক লিমিটেড আন্তর্জাতিক ও দেশের মধ্যে অন্যতম দক্ষ নৌ-পরিবহন ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এছাড়া, বাংলাদেশের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পসূমুহে পরিবহনখাতে কিউ ইউ এন এস উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিপিং লজিস্টিক এবং ফ্রেইডফরওয়ার্ডিং কোম্পানি যা BSAA, CCCI, BAFFA, WCA, FIATA গুরুত্বপূর্ণ সদস্যপদ প্রাপ্ত। বর্তমানে কিউ এন এস শিপিং লজিস্টিক লিমিটেড Shipping (Bulk/break bulk and Container), Freight Forwarding (Airand Ocean), NVOCC, Project Logistics, Warehousing, Chartering, Road And Sea Transportation, Custom Clearance, Equipment Rental, Door To Door Services &Exhibition Cargos সেবাসমূহ প্রদান করছে।

কিউ ইউ এস শিপিং লজিস্টক লিমিটেডের বিগত তিন বছরের সেবাসূমুহ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিবরণ নিচে ছক আকারে দেয়া হলঃ

জাহাজ পরিচালনা, চট্টগ্রাম বন্দর

বছর	মোট জাহাজের সংখ্যা	মেট্রিক টন
২০১৭-২০১৮	২০	১১০০০০
২০১৮-২০১৯	৩৭	২৬২০০০
২০১৯-২০২০	৫২	৩১২০০০

জাহাজ পরিচালনা, মংলা বন্দর

বছর	মোট জাহাজের সংখ্যা	মেট্রিক টন
২০১৮-২০১৯	৪৪	২১০০০০
২০১৯-২০২০	৩২	১৪৯০০০

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

বছর	ইউ এস ডলার
২০১৭-২০১৮	৩,২৬,৫০৩.৩৬
২০১৮-২০১৯	১,২২,৭,৪০৯.৩৮
২০১৯-২০২০	১,২৪২,০০৯.৩২

প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে
উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে।

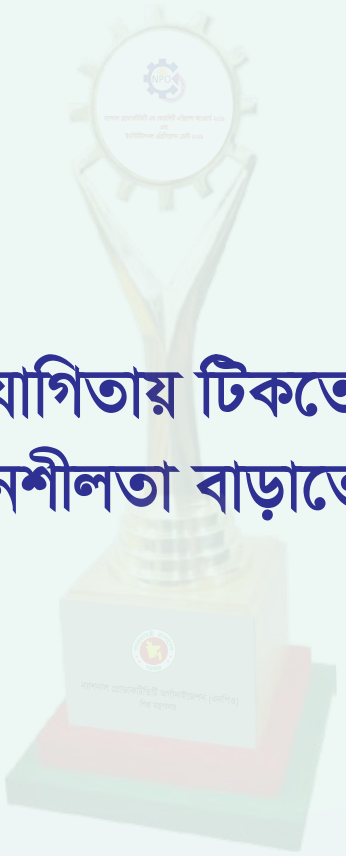

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯

ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ২ টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও স্থির চিত্র

এস আর হ্যান্ডিক্রাফটস

এস আর হ্যান্ডিক্রাফটস

ক্ষুদ্র শিল্প (ক্ষুদ্র)
প্রথম পুরস্কার

Shamana Sultana is SR Handicrafts's CEO. He started working in SR Handicrafts in 2003.

Shamana Sultana graduated from the Edward College under National University of Bangladesh in 2004. She has completed her postgraduate degree from the Eden College under Nationa University of Bangladesh in 2005. She did training an "lnternational Business (Export)" from Small & Cottage lndustries Traning lnstitute (SCITI), BSCIC & it is organized by International Finance Corporation (IFC), SEBA Limited. She did also training on "Human Resource Management" from Small & Cottage Industries Training lnstitute (SCITI), BSCIC, did training on fashion design from SME Foundation, did training on Fair Trade from Aarong.

She has a few achievement. She got Jayita award -2020, National SME award -2018, Sadhin Bangla Bijay Katon award -2018. Jibananando Smriti Samman-2018, Vasa Sarok Somman-2018, DPRPS Manobadhiker award -2018, Mother Teresa Gold Medel-2017, Bicharpati Sayed Amir Sli Shining Personaliy award -2017.

রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড

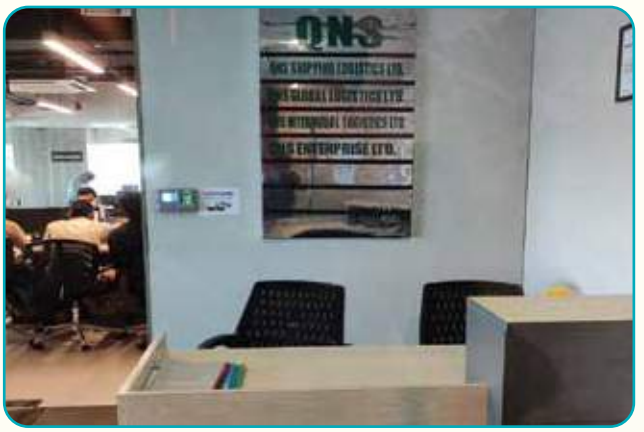

রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড

ক্ষুদ্র শিল্প (ক্ষুদ্র)
দ্বিতীয় পুরস্কার

রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আরএফএল ১৯৮০ সালে কাস্ট আয়রন (সিআই) পণ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এর প্রথিমিক মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের সেচ যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আরএফএল ১৯৯৬ সালে ইউপিভিসি ক্যাটাগরিতে এবং ২০০৩ সালে প্লাষ্টিক সেক্টরে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এ দেশে কাষ্ট আয়রন, ইউপিভিসি ও প্লাস্টিক অঙ্গনে সফল পথপ্রদর্শক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড। **RANGPUR FOUNDRY LIMITED.**
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ঃ কারখানা ঠিকানা : বিসিক ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল স্টেট, কেল্লাবন্দ, রংপুর। হেড অফিস : প্রাণ-আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
স্বত্বাধিকারীর নাম	ঃ আহসান খান চৌধুরী।
চেয়ারম্যান	ঃ রথীন্দ্র নাথ পাল।
প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন	ঃ দারিদ্র ও ক্ষুধা জীবনের অভিশাপ তাই লাভজনক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি করা প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য।
প্রতিষ্ঠার বছর	ঃ ৩০ জুন ১৯৮০ ইং।
বাণিজ্যিক উৎপাদন	ঃ ডিসেম্বর ১৯৮০ ইং।
প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ঃ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (লিষ্টেড)।
প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি	ঃ ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান।
উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	ঃ টিউবওয়েল, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, ইঞ্জিন স্পেয়ার্স, রাইস হুলার স্পেয়ার্স, এগ্রিকালচারাল ইকুইপমেন্ট, বেলচা, স্পেয়ার পার্টস, গ্যাস স্টোভ।
মোট জনবল	ঃ একশত পনের।
মোট উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ ছোষট্টি হাজার মেট্রিক টন প্রতি বছর (প্রায়)।
মার্কেট	ঃ স্থানীয় বিক্রয় ও রপ্তানি।
বার্ষিক রপ্তানির পরিমান	ঃ ২৬০ লক্ষ টাকার অধিক
রপ্তানিকৃত দেশ	ঃ এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের ৬০ টি দেশে আরএফএল প্লাষ্টিকস লিমিটেডের পণ্য এবং বিশ্বের প্রায় ১৪১ টি দেশে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ এর পণ্য রপ্তানি হয়।
বিভিন্ন অর্জন ও পুরস্কার	ঃ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড

RANGPUR FOUNDRY LTD

উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি করি
উন্নত দেশ গড়ি।

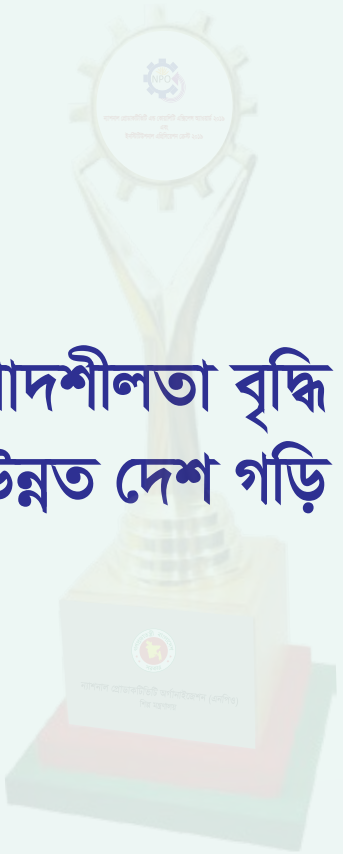

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯

মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ২ টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও স্থির চিত্র

মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ

মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ

মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ বাংলাদেশের একটি বিশুদ্ধ দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের জনগনের গরুর দুধের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্য নিয়ে মাসকো গ্রুপের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব এম. এ সবুর ২০১৪ সালে মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ নামে একটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সম্পূর্ণ ভেজালমুক্ত দুধ এবং দুগ্ধজাতীয় পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরন ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে জনগনকে দুধ এবং দুগ্ধজাতীয় খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করা। ভোক্তাদের জন্য উৎপাদিত পণ্যের মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান সংকল্পবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মীদের সহযোগীতায় এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে সর্বোচ্চ গুনগত মান সম্পন্ন দুধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে সক্ষম।

পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন ব্যতীত মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ দুধ উৎপাদন অনেকটা সফলতার সাথে এগিয়ে আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গাভীর দোহন ব্যবস্থা এবং বিশেষ ডিভাইস গাভীর শরীরে স্থাপনের মাধ্যমে গাভীর গর্ভ অবস্থাসহ শারীরিক সকল অবস্থা মোবাইলের মাধ্যমে বার্তা সংরক্ষণ করা হয়। খামারের খাদ্য সমূহ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে মান নির্ণয়ের পর যথার্থ বলে বিবেচিত হলেই গরুকে খাদ্য হিসাবে খাওয়ানো হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত জনবলকে ডেইরী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার কার্যক্রম বিদ্যমান। মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ-এর কারখানার পরিবেশগত অবস্থা, হেলথ এবং সেফটি নীতিমালা রয়েছে যা যথাযথভাবে অনুসরন করা হয়। রয়েছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পরিবেশ-বান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে একটি বায়ু গ্যাস প্রকল্প বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য সমূহকে Re-cycling (পূর্নব্যবহারোপযোগী) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ু গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। কর্মীরা কাজ করেন সম্পূর্ণ মনোরম ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে।

মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ সবুজ প্রকৃতি গড়ার লক্ষ্যে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে গাছ বিতরন এবং মসজিদ, মাদ্রাসার ইমাম, মোয়াজ্জিন এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান করে থাকে। সর্বোপরি মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ আধুনিক ডিজিটাল সমৃদ্ধ একটি খামার যাহা অদুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি বড় আকারের খামার হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে।

জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং

JANATA ENGINEERING
Since: 1992 All Agricultural Machinery Equipment Research, Develop, Manufacture, Import & Supplier

জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং

মাইক্রো শিল্প (মাইক্রো)
দ্বিতীয় পুরস্কার

মোঃ ওলি উল্লাহ জীবনের শুরুতে পিতৃহারা হন। তাঁর শিক্ষালাভের সুযোগ হয়নি। কিশোর ওলি উল্লাহ পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে জীবিকার সন্ধানে বের হন। ছোট একটি দোকান ঘরভাড়া ও মাত্র চার হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে একটি ওয়েল্ডিং মেশিন ক্রয় করে ১৯৯২ সালে 'জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং' -এর যাত্রা শুরু। ওয়েল্ডিং-এর কাজ কম থাকলে তিনি স্যালো মেশিনের ইঞ্জিনও মেরামত করতেন। তিনি স্যালো মেশিন ইঞ্জিন সমন্বয়ে বিভিন্ন মোটরযান যেমন ট্রলি, নসিমন, করিমন ইত্যাদি তৈরি করেন।

তিনি ১৯৯৬ সালে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। প্রথমেই তৈরিকৃত ধান মাড়াই কল 'পেডেল থ্রেসার' চুয়াডাঙ্গা জেলায় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ওলি উল্লাহ চাহিদা অনুযায়ী কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিপূর্বক বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করেন। জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিচিতি বৃদ্ধির সাথে তাঁর মনোবলও বেড়ে যায়। একদিন কৃষি যন্ত্রপাতি গবেষণা ও উন্নয়নমুলক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তাকে বারি বেড প্লান্টার যন্ত্রটি তৈরিতে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেন। যন্ত্রটি সফলতার সাথে তৈরিতে সক্ষম হলে তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তিনি টেকসই ও গুণগতমান সম্পন্ন হালকা যন্ত্র তৈরিতে মনোনিবেশ করেন।

১৯৯২-২০১২ সাল নাগাদ জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল একটি সাধারণ ওয়ার্কশপ। কিন্তু ২০১২ সালের পর কৃষি যন্ত্রপাতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও উৎসাহ এবং তাঁর নিরলস পরিশ্রমে 'জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং' একটি মানসম্মত প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছে। জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং একটি নিজস্ব ব্র্যান্ড ইমেজ লাভ করেছে। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট (BRRI), বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন, CIMMYT, iEE, USA, USAID, IRRI, World Fish সহ আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে গবেষণা কর্মকান্ডে পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠানগুলির চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও সরবরাহ করেছেন।
উদ্যোক্তা মোঃ ওলি উল্লাহ দেশের অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও বেকার যুবকদের দক্ষ ও কর্মমুখী করার লক্ষ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধি দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখেন। এজন্য তিনি একটি 'কৃষিযন্ত্র তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী।

JANATA ENGINEERING
All Agricultural Machinery Equipment Research, Develop, Manufacture, Import & Supplier

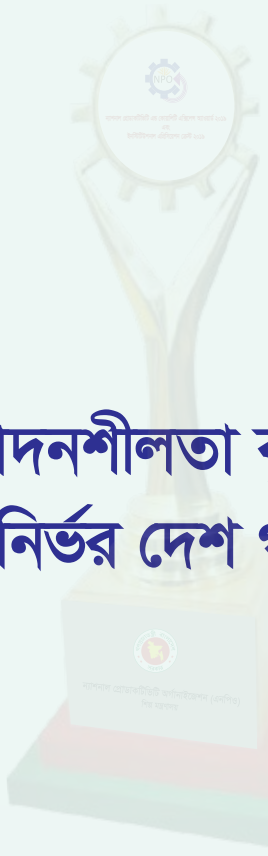

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি
স্বনির্ভর দেশ গড়ি।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ৩ টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও স্থির চিত্র

গাজী ওয়্যারস্ লিমিটেড

গাজী ওয়্যারস্ লিমিটেড

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প
প্রথম পুরস্কার

গাজী ওয়্যারস্ লিমিটেড শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন একমাত্র সুপার এনামেল তামার তার প্রস্তুতকারী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান। এটি চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানার বিসিক শিল্প এলাকা কালুঘাটে অবস্থিত। জাপানের ফুরুকাওয়া ইলেকট্রিক কোম্পানি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৬৫ সালে ব্যক্তি মালিকানায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট শিল্প এলাকায় ৩.৮৯ একর জায়গায় গাজী ওয়্যারস্ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬৬ সালে। স্বাধীনতা উত্তর প্রতিষ্ঠানটিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে পিও ২৭ মূলে জাতীয়করণ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও শিপবিল্ডিং কর্পোরেশনের এর সাথে একীভূত করা হয়। যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। গাজী ওয়্যারস্ লিঃ বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন ২০১৮ এর তফসিল ভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা-৭০০ মেট্রিক টন। সরকারী অর্থায়নে ৬৮.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে "গাজী ওয়্যারস্ লিঃ-কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ " শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ মেট্রিক টন-এ উন্নীত হবে।

প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছনোর জন্য চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৪টি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। চট্টগ্রামস্থ ২টি বিক্রয় কেন্দ্র হল ১) কারখানা, ২৮-এফআইডিসি রোড, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম এবং ২) মুসাফিরখানা মসজিদ কমপেক্স ইলেকট্রিক মার্কেট (২য় তলা) , দোকান নং-১০, ১০/এ ও ১১, নন্দনকানন , চট্টগ্রাম। ঢাকাস্থ বিক্রয় কেন্দ্র হল ১) ইস্টার্ণ টিউবস্ লিমিটেড, ৩৭৪-তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১১০০ এবং ২) ৯৫-৯৬ বায়তুল মোকারম, ঢাকা-১০০০।

বৃটিশ ষ্ট্যান্ডার্ড ও বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী গাজী ওয়্যারস্ লিমিটেড ১) সুপার এনামেল তামার তার ১২-৪৬ গেজ পর্যন্ত ২) এনিল্ড তামার তার ১২-৪৬ গেজ পর্যন্ত এবং ৩) হার্ডড্রন বেয়ার তামার তার ১-৪৬ গেজ পর্যন্ত উপাদন করে, যা BSTI ISO 9001:2015 সনদপ্রাপ্ত। আন্তর্জাতিক মানসম্মত আমদানীকৃত প্রধান কাঁচামাল ৮মিঃমিঃ ব্যাসের ৯৯.৯৯% বিশুদ্ধ ইলেকট্রোলাইটিক তামার রড ও ইনসুলেটিং বার্নিশ। গাজী ওয়্যারস্ লিমিটেড সরকারি দিকনির্দেশনা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ধারাবাহিক ভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইতঃপূর্বে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৬" রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরিতে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

কেরু এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড

কেরু এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প
দ্বিতীয় পুরস্কার

কেরু এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ চিনিও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের আওতাধীন একটি লাভ জনক প্রতিষ্ঠান বাজারের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে ডিস্টিলারী কারখানার উৎপাদন অব্যাহত আছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের স্পিরিট উৎপাদনের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫৫.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার এর বিপরীতে ২০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ৪৫.১০ লক্ষ প্রুফ লিটার এবং ফরেণ লিকার লক্ষ্যমাত্রা ১.৬০ লক্ষ কেসের বিপরীতে ১.৩০ লক্ষ কেস উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে করোনা ভাইরাস ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে, যার জন্য বিভিন্ন পণ্যাগার ও ফরেন লিকার বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ দেড় মাস যাবত বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। করোনা প্রাদুর্ভাব কমলে পূর্বের ন্যায় বাজারের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। তবে করোনা ভাইরাসের এই দূর্যোগের সময় ডিস্টিলারী কারখানার সহায়ক পণ্য শাখায় কেরুজ হ্যান্ড স্যানিটাইজার নামক জীবনুনাশক পণ্য উৎপাদন শুরু করেছে। এ পর্যন্ত ৫০,০৩৯ লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের উদ্যোগে PET বোতল উৎপাদন ও ফরেন লিকার, ES ও CS আটোমেটিক ফিলিং এর জন্য ডিস্টিলারী কারখানায় কাজ প্রক্রিয়াধীন। আটোমেশনের কাজ সম্পন্ন হলে স্পিরিট ও স্পিরিটাজাত পণ্যের বিপণনে বৈচিত্র্য আসবে এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত ভিনেগার উৎপাদন ও বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

চিনি কারখানার উৎপাদিত বাই প্রোডাক্ট ফিল্টার মাড এবং ডিস্টিলারীর তরল বর্জ্য স্পেন্টওয়াশ সংমিশ্রনে জীব ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুজীব দ্বারা ডি-কম্পোট এর মাধ্যমে এ্যারোসন পদ্ধতিতে আকন্দবাড়ীয়া পরীক্ষামূলক খামারে একটি জৈব সার উৎপাদন কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে জৈব সার উৎপাদন ও বিক্রয় করার কাজ চলছে। জৈব সার বিক্রয় ত্বরান্বিত করার জন্য সারাদেশে ১৮ জন ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে। অদ্যাবধি ১৭৮১.০০ মেঃ টন সার জৈব সার উৎপাদিত হয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিক্রয় আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কেরুজ জৈব সার মাটির গুণাগুন বৃদ্ধিতে এবং অধিক ফসল উৎপাদেনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও কেরুজ জৈব সার কারখানাটি কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ এর বর্জ্য শোধনাগার হিসেবেও কাজ করেছে।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড একটি ঐতিহ্যবাহী লাভজনক ও অপার সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান। মিলের উৎপাদন পরিচালনায় সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাগণ ছাড়াও অগণিত আখচাষী, সিবিএ নেতৃবৃন্দ, জেলা ও স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আরজেসি, সদর দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প
তৃতীয় পুরস্কার

রাজধানী ঢাকা শহর থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সাভারের ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে সবুজ ঘেরা প্রাকৃতিক নৈসর্গিক পরিবেশে প্রায় ৫০০ একর জায়গাজুড়ে অবস্থিত দেশের প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বিষয়ক উচ্চতর গবেষণার সর্বোচ্চ জাতীয় প্রতিষ্ঠান-বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)। ১৯৮৪ সালে তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নং অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে কাগজ-কলমে শুভযাত্রা শুরু করলেও বিএলআরআই-এর মূল কর্মযজ্ঞ শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। পরবর্তীতে জাতীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে বিএলআরআই-এর ৯নং আইনটি ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক বলবৎ করা হয়। পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন এ ইনস্টিটিউটের অধ্যাদেশটি স্বল্প সংযোজন করে মহান জাতীয় সংসদ ২০১৮ সালে বাংলায় আইন হিসেবে প্রণয়ন করে। বর্তমানে ঢাকার সাভারে প্রধান কার্যালয় ছাড়াও সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুর, বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি, রাজশাহীর গোদাগারি, যশোর সদর ও ফরিদপুরে ভাঙ্গা উপজেলায় বিএলআরআই-এর পাচঁটি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে এবং নীলফামারির সৈয়দপুরে আরো একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নের্তৃত্বে জাতীয় সংসদ, সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত চৌদ্দ সদস্যের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী 'পরিচালনা বোর্ড' স্বশাসিত এই ইনস্টিটিউটের সার্বিক বিষয় পরিচালনা করে থাকে। স্পেন ভিত্তিক ওয়েবোমেট্রিক্সের ২০১৭ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সপ্তম স্থানে থাকা বিএলআরআই একই বছর দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'এজি এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' কর্তৃক সম্মাননা এবং ২০১৯ সালে স্টার্ন্ডাড চ্যাটার্ড ব্যাংক এবং চ্যানেল-আই কর্তৃক 'স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড চ্যানেল আই এগ্রো এ্যাওয়ার্ড-২০১৯' অর্জন করে।

ষোল (১৬) কোটিরও অধিক জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, প্রাণিজ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মাঠ পর্যায়ের প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিত করে উন্নততর গবেষণার মাধ্যমে সেগুলোর সহজ সমাধান, সম্ভাবনাময় দেশীয় প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বৈশ্বিক পরিবর্তনশীল আবহাওয়া ও জলবায়ু উপযোগী লাগসই প্রযুক্তি ও জাত উদ্ভাবন, প্রাথমিক সম্প্রসারণ, প্রাণিজ উপকরণের গুণগত সংযোজন, খামারি ও উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় কৌশলগত পরামর্শ ও উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গঠন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সর্বোপরি দেশের আপামর মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বিএলআরআই। এছাড়াও, বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (APA) বাস্তবায়নে ইনস্টিটিউটের স্বল্পমেয়াদি ও দির্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার পাশাপাশি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে সরকার ঘোষিত নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন, রুপকল্প-২০২১ ও ২০৪১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ এবং জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে বিএলআরআই।

মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে অপার সম্ভাবনাময় পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য এই ইনস্টিটিউটের সুদক্ষ বিজ্ঞানীবৃন্দ দেশের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করেই জনবান্ধব, পরিবর্তনশীল আবহাওয়া ও জলবায়ু উপযোগি, স্বল্পব্যয়ি এবং টেকসই নানা প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবন করে চলেছেন। পোল্ট্রি ও প্রাণিজাত উন্নয়ন, পুষ্টি সমস্যা নিরসন, প্রতিপালন ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএলআরআই-এর বিজ্ঞানীবৃন্দ অদ্যাবধি ৯০টি প্রযুক্তি/প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছেন যা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও উদ্যোক্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সেগুলো খামারী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় ভেড়ার পশম ও পাটের সংমিশ্রণে তৈরি বিভিন্ন নিত্য-ব্যবহার্য পণ্য ও পোষাকসামগ্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নিকট হস্তান্তর করে বিএলআরআই কর্তৃপক্ষ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএলআরআই-এর গবেষণা বিষয়ে জাতীয় সংসদ অধিবেশনেও ভূঁয়সী প্রশংসা করেন। দেশি মুরগির উন্নত কৌশল উদ্ভাবন, বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২ (স্বর্ণা) জাতের মুরগী উদ্ভাবন, টেস্টটিউব বাছুর উৎপাদন বা গবেষণাগারে উৎপাদিত ভ্রূণ থেকে সফলভাবে গরুর বাচ্চা উৎপাদন, ডোল পদ্ধতিতে কাচাঁ ঘাস সংরক্ষণ, মহিষ খামারের জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা মডেল, ক্ষুরারোগের ত্রিযোজী টিকার মাস্টার সীড, ছাগল-ভেড়ার পিপিআর রোগ দমন মডেল, মহিষের এস্ট্রাস সিনক্রোনাইজেশন এবং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (H5N1) রোগের এইচআই (HI) পরীক্ষার জন্য এইচএ (HA) এন্টিজেন প্রযুক্তিসমূহ বিএলআরআই-এর সম্প্রতিক হস্তান্তরিত প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমান সরকারের বিগত এক দশকে বিএলআরআই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রযুক্তি/প্যাকেজ উদ্ভাবনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোল
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কর

“ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯

নির্বাচিত ২ টি ট্রেডবডি ও এসোসিয়েশনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

BANGLADESH EMPLOYERS' FEDERATION

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

Bangladesh Employers' Federation (BEF) is the national organization of employers. It represents all associations representing major industries in the country as well as established individual enterprises. The objectives of the Federation are to promote, encourage and protect the interests of employers in industrial relations and, through such efforts, to establish good relations among employers and workers, which play a vital supporting role in the country's economic development. BEF is well known as a progressive body, having a proactive approach on social issues. It is the only body of the employers recognized by the Ministry of Labour and Employment, and accordingly enjoys the sole representative capacity in the Tripartite Consultative Council, Labour Courts, Minimum Wage Board, National Wages and Productivity Commission, etc. It closely interacts with the Ministry of Labour and Employment on all policy issues. Similarly, it maintains close touch with other relevant Ministries of the Government on issues concerning industrial relations, enterprise efficiency, competitiveness, etc. BEF's activities cover a wide range of issues besides industrial relations. Training and skill development is a major activity along with enterprise level programs for productivity improvement, safety and health, good management practices, etc. BEF has taken major initiatives to foster close relationship with the trade unions and it enjoys their goodwill and confidence on many issues.

BANGLADESH EMPLOYERS' FEDERATION

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) is one of the largest trade organizations in the country representing more than four thousand (4000) enterprises including SMEs and large corporates. DCCI is the first private sector representative to implement One Stop Service (OSS) in line with Digital Bangladesh. The main objectives of DCCI are to promote private sector enterprises and businesses with advocacy, awareness and policy inputs to government. It also plays an important role in making an effective role between industry and academy.

DCCI is providing business intermediary organization's (BIOs) services to its member enterprises, furthermore it is contributing in capacity development of Bangladesh private sector through demand driven training and workshops. It is the first ISO 9001- 2008 certified chamber in Bangladesh, and has established over its 60 years of lon standing commitment to the development of trade, commerce and industry of Bangladesh.

Apart from providing traditional services to its members, it aims at bringing diversification in need-based human resource development, business education and commercialization to get certificate. DCCI rendered more than six decades of very useful services for the development of business and industry in Bangladesh.

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি
এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি
টেক্সটাইল ও আর এম জি ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড** স্কয়ার সেন্টার, ৪৮, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২	১ম
০২	**জেনেসিস ফ্যাশন্স লিমিটেড** ৮ম, ১২তম, ১৩তম এবং ১৫ তম ফ্লোর, রেড ক্রিসেন্ট কমকর্ড টাওয়ার, ১৭ মহাখালী, ঢাকা-১২২০।	২য়
০৩	**উইজডম এ্যাটয়ার্স লিঃ** দাপা, ইদ্রাকপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ	৩য়

১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি
খাদ্য ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**ময়মনসিংহ এগ্রো লিমিটেড** প্রাণ-আরএফএল সেন্টার	১ম
০২	**স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ** স্কয়ার সেন্টার, ৪৮, মহাখালী বা/এ ঢাকা-১২১২।	২য়
০৩	**অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড** আমিন কোর্ট (৭ম তলা), ৬২-৬৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	৩য়

১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি
কেমিক্যাল ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ** ১৭ ধানমন্ডি আ/এ, রোড নং-২ ঢাকা-১২০৫	১ম
০২	**এ সি আই গোদরেজ এগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড** কাদেরিয়া টাওয়ার-৮ম তলা, জ-২৮/৮/বি, কাদেরিয়া টাওয়ার মহাখালী, বা/এ, ঢাকা।	২য়
০৩	**অলপ্লাষ্ট বাংলাদেশ লিমিটেড** প্রাণ-আরএফএল সেন্টার, গ-১০৫/১ মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।	৩য়

১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি
ইস্পাত ও প্রকৌশল

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড** আলী ম্যানসন, ১২০৭/১০৯৯ সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।	১ম
০২	**বি আর বি কেবল ইন্ডাঃ লিঃ** বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।	২য়
০৩	**ইফাদ অটোজ লিমিটেড** সোনারতরী টাওয়ার (১৩-১৮ তলা), ১২ বিপণণ বা/এ, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১০০০।	৩য়

১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি
অন্যান্য ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড** মেট্রোপলিটন কমার্শিয়াল বিল্ডিং ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	১ম
০২	**ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কেম্পানী লিঃ** নিউ ডিও এইচ এস রোড, মাহাখালী, ঢাকা-১২০৬।	২য়
০৩	**ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** প্লট নং-১০৮৮, ব্লক নং-আই, রোড নং-সাবরিনা সোবহান ৫ম এভিনিউ, বসুন্ধরা, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯	৩য়

২। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**ডিভাইন আইটি লিমিটেড** এফ হক টাওয়ার লেভেল-৭, ১০৭ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫	১ম
০২	**সা'দ মুসা ফেব্রিক্স লিঃ** ২৪৫, বিবির হাট হাটহাজারী রোড, চট্টগ্রাম।	২য়
০৩	**কিউএনএস কন্টেইনার সার্ভিসেস লিঃ** প্লট নং-৬৪-৬৬, ৭৮-৭৭, ৮২, সেক্টর নং-৭, সি ই পি জেড, চট্টগ্রাম।	৩য়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

৩। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**বঙ্গ বেকারস লিমিটেড** প্রাণ আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।	১ম
০২	**সান বেসিক কেমিক্যালস লিমিটেড** প্রাণ আরএফএল সেন্টার, ১০৫ মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।	২য়
০৩	**মাসকো ওভারসিস্ লিমিটেড** সাঈদ গ্রান্ড সেন্টার, লেভেল -১৩,১৪ ও ১৫, প্লট-৮৯, রোড-২৮, সেক্টর-৭ উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।	৩য়

৪। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস** ৪০৯, লেভেল-৪, টোকিও স্কোয়ার, জাপান গার্ডেন সিটি, রিং রোড, মোহাম্মদপুর।	১ম
০২	**অনন্যা কিন্ডার গার্টেন স্কুল** মতিঝিল এজিবি কলোনী (আইডিয়াল জোন), সাবু চত্বর, ঢাকা-১০০০।	২য়

৫। কুটির শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**গৃহ সুখন বুটিকস** ৩৭, ইসলামপুর রোড, খুলনা।	১ম
০২	**হামিম ল্যাসিক বিউটি পার্লার** নাওভাঙ্গা, শহীদ জামান সড়ক, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।	২য়

৬। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড** ফিনলে হাউজ (৩য় তলা), ১১ আগ্রাবাদ বা/এ চট্টগ্রাম	১ম
০২	**চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড** বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	২য়
০৩	**খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড** বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, খুলনা-৯২০১।	৩য়

"ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেষ্ট ২০১৮"

ট্রেড বডি/বাণিজ্য সংগঠন/এসোসিয়েশন

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	
০১	**জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)** মেজবাহ্ উদ্দিন প্লাজা(৭ম তলা), ৯১, নিউ সার্কুলার রোড, মৌচাক, ঢাকা-১২১৭।	১ম
০২	**বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)** ২৩৩/১, বিবি রোড, প্রেস ক্লাব বিল্ডিং, নারায়নগঞ্জ-১৪০০।	২য়
০৩	**বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা)** নাভানা নিউবেরী প্রেস, ডি-৬ (৭ম তলা), ৪/১/এ সোবাহানবাগ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	৩য়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড** স্কয়ার সেন্টার, ৪৮, মহাখালী বা/এ ঢাকা-১২১২।	১ম
০২	**এনভয় টেক্সটাইলস্ লিঃ** ১৮/ই, লেক সার্কেল, কলাবাগান পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫	২য়
০৩	**স্টীল/বিএসআরএম লিমিটেড** আলী ম্যানশন ১২০৭/১০৯৯, সদর ঘাট রোড, চট্টগ্রাম	৩য়

২। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**অকো-টেক্স লিমিটেড** বাড়ী : ১০৩ (২য় তলা) রোড : নর্দান রোড ডিওএইচএস, বারিধারা ঢাকা-১২০৬।	১ম
০২	**বি আর বি পলিমার লিমিটেড** বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।	২য়
০৩	**ন্যাসেনিয়া লিমিটেড** ফ্লাট: ৪এ, ৪বি, ৩বি, হাউজ : ৬/১৪, ব্লক : এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।	৩য়

৩। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**প্রিমিয়াম সুইটস বাই সেন্ট্রাল** প্লট নং-২২, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা-১২১২।	১ম
০২	**মেটাটিউড এশিয়া লি.** মার্ক ম্যানশন, ৩৬, সোনারগাঁও জনপথ লেভেল : ৪ ও ৫ সেক্টর : ৯ উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।	২য়
০৩	**আলীম ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড** বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, কদমতলা সিলেট।	৩য়

৪। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**খান ব্যাকেলাইট প্রোডাক্টস** ১০৫ বিসিসি রোড, পোষ্ট : ওয়ারী, থানা: ওয়ারী, ঢাকা-১০০০।	১ম
০২	**ট্রিম টেক্স বাংলাদেশ** এপিটি - বি-১, ৮৪-বি এ, দক্ষিণ বাড্ডা গুলশান, ঢাকা-১২১২	২য়

৫। কুটির শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**অধরা পার্লার এন্ড স্পা ট্রেনিং সেন্টার** ইউ-৬২, নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	১ম
০২	**প্রীতি বিউটি পার্লার** ৭৬/১, মানিক নগর, মুগদা, ঢাকা-১২০৩	২য়

৬। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**রেণউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি.** থানা পাড়া, কুষ্টিয়া-৭০০০	১ম
০২	**করিম জুট মিলস লিমিটেড** বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, আদমজীকোর্ট, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	২য়
০৩	**ন্যাশনাল টিউবস্ লিমিটেড** বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বিএসইসি ভবন, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।	৩য়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৬
প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম, ঠিকানা ও অবস্থান

১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিল্‌স লিমিটেড** টি.কে ভবন (১৩ তলা), ১৩, কাওরান বাজার, ঢাকা।	১ম
০২	**মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড** ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	২য়
০৩	**আরএফএল প্লাস্টিকস লিমিটেড** প্রাণ আরএফএল সেন্টার, ১০৫, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।	৩য়

২। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড** প্রাণ আর এফএল সেন্টার, ১০৫, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।	১ম
০২	**প্রাণ ফুডস্‌ লিমিটেড** সি-১০৫/এ প্রগতি স্বরণী মধ্য বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২।	২য়
০৩	**গ্রাফিক পিপল** প্লট-৭৬/এ, রোড-১১, ব্লক-এম, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	৩য়

৩। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড** প্রাণ আরএফএল সেন্টার, ১০৫, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।	১ম
০২	**সিন্‌থেটিক এডেসিভ কোং লি.** মান্নান ভবন (৩য় তলা), ১৫৬, নূর আহম্মদ সড়ক, চট্টগ্রাম-৪০০০।	২য়

৪। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**একাডেমিক বুক হাউজ** ৩৮, পি.কে রায় রোড, বাংলাবাজার (৩য় তালা), ঢাকা-১১০০।	১ম

৫। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড** ডাকঘর : দর্শনা, পৌরসভা : দর্শনা উপজেলা : দামুড়হুদা, জেলা : চুয়াডাঙ্গা	১ম
০২	**ইস্টার্ন কেবল্‌স লিমিটেড** উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	২য়
০৩	**গাজী ওয়্যারস্‌ লিমিটেড** ২৮-এফ আই.ডি.সি রোড, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।	৩য়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

বছর	অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অ্যাওয়ার্ড প্রদানের স্থান	অ্যাওয়ার্ড প্রদানের তারিখ
২০১২	১০	সিরডাপ মিলনায়তন	১১ নভেম্বর, ২০১৩
২০১৩	১৭	হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	০৯ আগষ্ট, ২০১৫
২০১৫	১৮	হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	২৬ অক্টোবর, ২০১৬
২০১৬	১২	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, চিত্রশাল ভবন (৪র্থ তলা)	১৮ এপ্রিল, ২০১৮
২০১৭	১৬	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন, ৬৩ দিলু রোড ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০	১১ ডিসেম্বর, ২০১৮
২০১৮	৩১	ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ আইডিইবি ভবন, ১৬০/এ, কাকরাইল ভিআইপি রোড ঢাকা	২৮ জুলাই, ২০১৯

"ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৫"
প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম, ঠিকানা ও অবস্থান

০১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ** সিম্পনি (৬-৭ম তলা), প্লট-এসই (এফ)৯, রোড-১৪২, সাইথ এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা	১ম
০২	**কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড** আইডিবি ভবন (১৪ তলা), ই/৮-এ, বেগম রোকেয়া স্বরনী, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	২য়
০৩	**বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড** ১৯, ধানমন্ডি আ/এ, রোড-৭, ঢাকা-১২০৫	৩য়

০২। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**এথিক্স এ্যাডভান্স টেকনোলজী লিমিটেড** রউফ টাওয়ার (৫ম তলা), বাড়ী-৯, রোড-১৬, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২	১ম
০২	**ইরা ইনফোটেক লিঃ** বেঙ্গল সিটি (৪-৬ তালা), ২৮, তোপখানা রোড, ঢাকা	২য়
০৩	**অলপ্লাষ্ট বাংলাদেশ লিঃ** ১০৫/১, মধ্য বাড্ডা, প্রাণ আর এফ এল সেন্টার, ঢাকা-১২১২	৩য়

০৩। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**ডিভাইন আইটি লিমিটেড** ৩৪, গাউছুল আজম এভিনিউ, সেক্টার-১৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০	১ম
০২	**প্রিন্স কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ** বিসিক শিল্প নগরী, পাবনা	২য়
০৩	**মেসার্স রনি এগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং** প্লট নং ২০,এ-৭ ও ৮, বিসিক শিল্প নগরী, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা	৩য়

০৪। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**বন্ধন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (বিএসইউএস)** হোসেনপুর, জগনাথ বাড়ী রোড, ওয়ার্ড নং-১১, পোঃ+থানা+জেলা= সিরাজগঞ্জ	১ম
০২	**তারা মার্কা** ১১৩, আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা), শাহাবাগ, ঢাকা	২য়
০৩	**উইমেন্স ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড** লামা বাজার রোড, সিলেট-৩১০০	৩য়

০৫। কুটির শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**মেক্সিম ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং** সামাদ নগর, ভাঙ্গাপ্রেস ডেমরা রোড, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২	১ম
০২	**অঙ্গনা বিউটি পার্লার এন্ড স্কীন কেয়ার** নেং গিয়াস ম্যানশন, শিমুলতলী, পোঃ-বি,ও,এফ, থানা-জয়দেবপুর,গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর	২য়
০৩	**প্রতিবেশী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন সংস্থা** সেকশন-৬, ব্লক-ট, বাসা-২, রোড-৩৮, মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬	৩য়

০৬। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড** তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী, জামালপুর	১ম
০২	**প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড** ফিনলে হাউজ (৩য় তলা), ১১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম	২য়
০৩	**আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড** আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া-৩৪০৩	৩য়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৩
প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

০১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ কোং লিঃ** নিউ ডি ও এইচ এস রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।	১ম
০২	**খুলনা শিপ ইয়ার্ড লিমিটেড** বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা-৯২০১।	২য়
০৩	**বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ** বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া।	৩য়

০২। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**এনার্জিপ্যাক ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড** ২৭০,নভো টাওয়ার (১ম তলা) তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮।	১ম
০২	**তামাই নীট ফ্যাশন লিঃ** বাড়ী-৫৪১/৫ (৯ম তলা) রোড-১২ ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা।	২য়
০৩	**সি আই বি এল টেকনোলজি কনসালটেন্টস লিঃ** টিসিবি ভবন (৯ম তলা) ১, কাওরান বাজার, ঢাকা।	৩য়

০৩। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**মোসার্স রনি এ্যাগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং** বিসিক শিল্প নগরী, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা।	১ম
০২	**প্রিন্স কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ** বিবিক শিল্প নগরী, পাবনা।	২য়
০৩	**রেজিম্যাক্স ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ** মান্নান ভবন (৩য় তলা) ১৫৬, নূর আহাম্মদ সড়ক , চট্টগ্রাম।	৩য়

০৪। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**খান বেকেলাইট প্রোডাক্টস** ৮১/১, যোগীনগর প্রোঃ- ওয়ারী থানা-ওয়ারী, ঢাকা।	১ম
০২	**বন্ধন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা** হোসেনপুর জগনাথবাড়ী রোড সিরাজগঞ্জ।	২য়

০৫। কুটির শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**অধরা বিউটি পার্লার এন্ড হ্যান্ডিক্রাপট ট্রেনিং সেন্টার** ২/১৯ নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	১ম
০২	**পিন্ধন** মালেক মার্কেট (২য় তালা) রথখলা ঈশাখা রোড, কিশোরগঞ্জ।	২য়
০৩	**গৃহ সুখন** ৪৭, রায়পাড়া ক্রস রোড, খুলনা শো-রুম : ৩৭, ইসলামপুর রোড, খুলনা।	৩য়

০৬। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড** বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	১ম
০২	**আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড** বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ,ঢাকা।	২য়
০৩	**ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড** বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, (বিএসইসি) ভবন, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।	৩য়

"ন্যাশানাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১২"
প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম, ঠিকানা অবস্থান

০১। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ** বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া	১ম

০২। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**বেঙ্গল উইন্ডসর থার্মো প্লাষ্টিকস লিঃ** বেঙ্গল হাউস, ৭৫, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।	১ম

০৩। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**প্রিন্স কেমিক্যাল কোং লিঃ** বিসিক শিল্প নগরী, পাবনা	১ম
০২	**হিফস এগ্রো ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ** ৩৪২, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম	২য়
০৩	**মেসার্স রনী এগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং** বিসিক শিল্প নগরী, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা।	৩য়

০৪। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**রং হ্যান্ডিক্রাফটস** ৩৪ মজিব সড়ক, যশোর	১ম

০৫। কুটির শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**স্প্যাডিক্স লিমিটেড** স্যুট-০৪ (৭ম তলা) রহমানিয়া ইন্টার কমপ্লেক্স, ২৮/১সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	১ম

০৬। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
০১	**কেরু এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিঃ** বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন চিনি শিল্প ভবন, ৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।	১ম
০২	**আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ** বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	২য়
০৩	**বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ, বিএসইসি ভবন** ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।	৩য়

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডের জুরি বোর্ড

১।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	অতিরিক্তি সচিব (এনপিও সংশ্লিষ্ট), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	অতিরিক্তি সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৪।	অতিরিক্তি সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য-
৫।	অতিরিক্তি সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	অতিরিক্তি সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	অতিরিক্তি সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	অতিরিক্তি সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই (প্রার্থী নয় এমন কেউ)	সদস্য
১০।	পরিচালক, এনপিও	সদস্য-সচিব

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডের মূল্যায়ন কমিটি

১।	অতিরিক্ত সচিব (এনপিও সংশ্লিষ্ট), শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩।	যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	যুগ্মসচিব, (এনপিও সংশ্লিষ্ট), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-
৫।	বিটাক এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৬।	বিআইএম এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৭।	বিএসটিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৮।	এফবিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রার্থী নয়)	সদস্য
৯।	প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (১ম/২য় সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
১০।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক (সিআইবি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক)	সদস্য
১১।	ডিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রার্থী নয়)	সদস্য
১২।	এমসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রার্থী নয়)	সদস্য
১৩।	সভাপতি, নাসিব, ঢাকা	সদস্য
১৪।	বিডব্লিউসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রার্থী নয়)	সদস্য
১৫।	পরিচালক, এনপিও	সদস্য-সচিব

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ এর প্রাথমিক যাচাই কমিটি

১।	জনাব এ টি এম মোজাম্মেল হক, যুগ্ম পরিচালক (অ.দা)	আহবায়ক
২।	জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান,ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ আকিবুল হক, গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ তরিফুল ইসলাম, গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
৬।	জনাব সৈয়দ জায়েদ উল ইসলাম, গবেষণা কর্মকর্তা (সিসি)	সদস্য
৭।	মোছাম্মাৎ ফাতেমা বেগম, ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

এনপিও এর নির্মাণতব্য ভবন

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

শিল্প মন্ত্রণালয়